দেখিতেছিল। বিচারকর্ত্তা ঐ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র কুকুর তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আসিল, আবার পুনর্বার ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটে গেল। সেই গৃহে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, বিড়াল কিছুতেই ভীত হইল না, এবং ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিল না। পুলিশের লোকেরা কতক-গুলি লোককে ঐ স্ত্রী লোকের প্রাণ সংহারক সম্ভাবনা করিয়া ধরিয়াছিল। বিচারকর্ত্তা তাহাদিগকে সেই গৃহের মধ্যে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই গৃহের সোপানে আরোহণ করিলে তাহাদিগের পদশব্দ শুনিয়া বিড়াল আরও ক্রোধান্ধ হইল। পরে তাহারা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, অন্যান্য অনেক লোক ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিড়াল তাহাদিগকেই আক্রমণ করিবার জন্য এক লম্ফ দিল। বারম্বার তাহাদিগের প্রতি ও মৃত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরিশেষে শোক প্রকাশ করিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া লুকাইয়া রহিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, এবং সকলেই সন্দেহ করিল যে তাহারাই ঐ স্ত্রী লোকের প্রাণ সংহার করিয়া থাকিবে। লোকদিগের এই রূপ সন্দেহ শীঘ্রই ভঞ্জন হইল; যেহেতু অনেক প্রমাণদ্বারা স্থির হইল যে তাহারাই দোষী।

একদা একটা কুকুর দণ্ডায়মান হইয়া কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা করাতে লোকেরা তাহাকে খাইতে দিল দেখিয়া একটা বিড়ালও যে পর্য্যন্ত খাইতে না পাইল তাবৎ

কুকুরের মত দণ্ডায়মান ছিল। এক জন গ্রন্থকার ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

ঐ গ্রন্থকারক আরও দেখিয়াছিলেন যে একটা বিড়াল বুদ্ধি পুর্ব্বক পিঞ্জর মধ্যস্থিত দুগ্ধ অনায়াসে পান করিত। বিড়ালটা পশ্চাদ্ভাগের পায়ের নখে ভর দিয়া সম্মুখের পা উন্নত করিয়া পিঞ্জরের দ্বার খুলিত, ও আনন্দে তন্মধ্যস্থিত দুগ্ধ পান করিত।

গিরিজায় এই রূপ প্রথা আছে যে ভোজনের সময় ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সকলকে ভোজন করিতে আহ্বান করিয়া থাকে। ফ্রান্স দেশের কোন গিরিজায় এক বিড়াল ছিল। সে ঘণ্টাধ্বনি হইবার পূর্ব্বে আসিলে কিছু খাইতে পাইত না বলিয়া ঘণ্টাশব্দ শুনিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত, এবং শুনিবামাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইত। একদা তাহাকে বাঁধিয়া রাখাতে সে ভোজনের সময়ে আসিতে পারে নাই। পরে ভোজন কাল অতীত হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সে তৎকালে গিরিজায় আসিয়া কিছুই খাইতে পাইল না। অনন্তর ঘণ্টার রজ্জুর উপর বসিয়া বাজাইতে লাগিল। সকলে অসময়ে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তথায় দৌড়িয়া আসিল, এবং বিড়ালের এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল।

বায়ুসঞ্চার না থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতায়াত রোধ হইয়া অবিলম্বে প্রাণ বিনষ্ট হয়। ইহা দেখাইবার জন্যে কোন সাহেব এক সভাতে এয়রপম্প, অর্থাৎ বায়ু

আকর্ষণ যন্ত্রের মধ্যে একটা বিড়ালকে রাখিয়া ঐ যন্ত্র ঘুরাইয়া তাহাহইতে বায়ু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল পরে বিড়াল আপনাকে অসুস্থ বোধ করিয়া যে ছিদ্রু দিয়া বায়ু নির্গম হইতেছিল বুদ্ধি পূর্ব্বক সেই ছিদ্রে এক খানি পা তুলিয়া দিল। সাহেব ঐ যন্ত্র অত্যন্ত ঘুরাইতে লাগিলেন, তথাপি অধিক বায়ু নির্গত হইল না। সাহেব আপন কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যন্ত্রে পুনর্বার বায়ু প্রবিষ্ট করিয়া দিতে লাগিলেন; সে সময়ে বিড়াল আপন পা সরাইয়া লইল। পরে পুনর্বার বায়ু আকর্ষণ করাতে বিড়াল পূর্ব্ববৎ ছিদ্রে পা তুলিয়া দিল। সমাগত দর্শকেরা বিড়ালের এই রূপ বুদ্ধি কৌশল দেখিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সাহেব তাঁহাদিগের অনুরোধে বিড়ালকে যন্ত্রহইতে বাহির করিয়া দিলেন।

১৭৮৩ খ্রীষ্টীয় অব্দে ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তি মেসিনা নগরে এক বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী বিড়াল ছিল। একদা তাহারা গৃহের নীচে দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সেখান দিয়া পলাইবার কোন পথ ছিল না। বণিক্ বিড়ালদিগের ব্যগ্রতা দেখিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া দিলেন। বিড়ালেরা ঐ দ্বার দিয়া রাজপথে দৌড়িয়া গেল। বণিক্ বিড়ালেরা কোথায় যাইতেছে জানিবার নিমিত্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং দেখিলেন, বিড়ালেরা ক্রমাগত দৌড়িয়া নগরের তোরণের বাহিরে গেল, এবং মাঠে গিয়া ভূমি খনন পূর্ব্বক গর্ত্ত

করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হই-লেন। ক্ষণ কাল পরেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল। সেই ভূকম্পে নগরের অনেক গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িল, এবং ঐ বণিকের গৃহও পতিত হইল। বণিক্ বিড়ালদিগের সঙ্গে মাঠে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। অতএব বোধ হয় বিড়ালেরা ভূমিকম্প হইবে জানিতে পারিয়াই গৃহের নীচে দিয়া পলাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, ও নগরের বাহিরে গিয়াছিল।

পৎসডাম নগরে একটী বালিকা একদা দৈবাৎ কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার ধ্বনি পূর্ব্বক রোদন করিতেছিল। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঐ চীৎকার শব্দ শুনিয়া জাগরিত হইল, এবং সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে আসিতেছিল; এমত সময়ে একটা বিড়াল বালিকার নিকটে আসিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিল, ও আঁচড়াইয়া দিয়া পুনর্বার স্বস্থানে গিয়া বসিল। বিড়ালটা ঐ বালিকার গালে এমত আঁচড়াই-য়াছিল, যে তাহার গালহইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে ঐ বিড়ালের কখন হিংসু স্বভাব ছিল না; সে সেই বাটীতেই প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু কখন কাহারও অনিষ্ট করে নাই, এবং কাহাকেও আঘাত করে নাই। বোধ হয়, বালিকার চীৎকার ধ্বনিদ্বারা বিড়ালের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, এবং বালিকার রোদন নিবৃত্তি করিবার আশয়ে ঐ রূপ করিয়া থাকিবে।

একদা পারিস্ নগরে কতকগুলি বিড়াল শ্রেণীবদ্ধে দণ্ডা-য়মান হইয়া বানরের করতালি শব্দের তালে তালে নানা প্রকার স্বরে চীৎকার করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

বিড়াল অধিক দূর ভ্রমণ করিয়াও শ্রান্ত হয় না। কোন ব্যক্তি তিনটা শাবক সহিত এক বিড়ালকে নটিংহাম নগরহইতে কোন গ্রামে লইয়া গিয়াছিল। ঐ গ্রাম নটিংহাম নগরহইতে ছয় ক্রোশ অন্তর; তথাপি বিড়াল আপন শাবকগণ সহিত পর দিবস ঐ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তিন বারে তিনটী শাবককে মুখে করিয়া আনিয়াছিল। অতএব অল্প কালের মধ্যে এত পথ গতায়াত করা আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

বন্য বিড়াল মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। একদা ইয়র্ক প্রদেশে বাম্ব্রো নগরের নিকটবর্ত্তি অরণ্যে কোন ব্যক্তির সহিত এক বন্য বিড়ালের যুদ্ধ হইয়াছিল। উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে ঐ নগরের গিরিজা পর্য্যন্ত আসিল, এবং পরস্পর উভয়ের আঘাতে উভয়েই প্রাণ-ত্যাগ করিল। ঐ গিরিজার প্রস্তরে লোহিতবর্ণ চিহ্ন আছে। সকলেই কহিয়া থাকে যে এই যুদ্ধে রক্তপাত হইয়া প্রস্তরে ঐ রূপ চিহ্ন হইয়াছে। উহা কিছুতেই নষ্ট হয় না; শাবাঙ্ দিয়া ধৌত করিলেও যায় না। কিন্তু এরূপ কিম্বদন্তী বিশ্বাসযোগ্য নহে। উহা প্রস্তরের স্বাভাবিক চিহ্ন সন্দেহ নাই।

শৃগাল।

আশিয়া খণ্ডের যে যে প্রদেশে শীত গ্রীষ্ম সমান, সেই সেই স্থানে এবং আফ্রিকা খণ্ডের প্রায় সকল প্রদেশে শৃগাল জন্মে। ইহাদিগের আকার ও অবয়ব এতদ্দেশীয় সকলেই অবগত আছেন, অতএব তাহার বিস্তার করিয়া লেখার আবশ্যকতা নাই। শৃগালের স্বভাব প্রায় কুকুরের ন্যায়। শৃগাল শৈশবাবধি প্রতিপালিত হইলে গৃহ পালিত অন্যান্য পশুর ন্যায় প্রভুভক্ত ও বশীভূত হয়। ইহারা সন্তুষ্ট হইলে লাঙ্গূল সঞ্চালনদ্বারা সন্তোষ প্রকাশ করে। নাম ধরিয়া ডাকিলে মেজে ও চৌকিতে উঠে।

শৃগালের অতিশয় সাহস। যদি ইহারা পথিমধ্যে ছাগ, মেষ, অথবা মনুষ্যের শিশু সন্তানকে একাকী দেখিতে পায়, তাহা হইলে অনায়াসে তাহাদিগকে মুখে করিয়া পলাইয়া যায়। পথিকদিগের তাম্বুর মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিয়া খাদ্য দ্রব্য অপহরণ করে। টাট্‌কা মাংস খাইতে

অতিশয় ভাল বাসে; তাহা না পাইলে ফল, মূল, ও পচা মাংস ভোজন করে। গোরস্থান খনন করিয়া মনুষ্যের মৃত দেহ তুলিয়া আহার করে, এজন্যে অনেক দেশে এরূপ প্রথা আছে যে তত্রস্থ লোকেরা গভীর গর্ত্ত কাটিয়া গোর দেয়। অধিক যাত্রিক লোকের সমাগম দেখিলে কিম্বা সাংগ্রামিক সেনাগণ অবলোকন করিলে ইহাদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে। উহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে তাহার মাংস সুখে আহার করিব এই প্রত্যাশায় উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। শৃগালী এক বৎসরে এক বার গর্ব্ভবতী হয়, ও এক বারে ছয় সাত সন্তান প্রসব করে।

নবদ্বীপ জেলার পূর্ব্বদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। তথায় অনেক শৃগাল থাকে। তদ্দেশীয় লোকেরা কহে শৃগালেরা অনিয়মিত সময়ে শব্দ করে না; সন্ধ্যা অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চারি প্রহর রাত্রিতে চারি বার শব্দ করে। একারণ সংস্কৃত ভাষায় তাহাদিগের যামঘোষ এই এক নাম আছে। এক শৃগাল শব্দ করিলেই সকলে স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমনি শব্দ করিয়া উঠে। ইহারা সর্ব্বদা মাংসের অন্বেষণ করে, এবং উহার সন্ধান পাইলে সকলকে সম্বাদ দেয়। পরে সকলে একত্র হইয়া উহা খাইতে যায়।

শৃগালেরা ভূমিতে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে বাস করে। গর্ত্তের মুখ অতি ক্ষুদ্র, মধ্য দেশ প্রশস্ত, ও চারি দিকে দ্বার থাকে। ইহারা দিবসে প্রায় কোন স্থানে যায় না। রাত্রি-

কালে আহারের অন্বেষণ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। আহারের পর স্বীয় উদরের স্থূলতা প্রযুক্ত গর্ত্তে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পর বিরোধ করে, এবং নখদ্বারা গর্ত্তের মুখ বিস্তৃত করিবার চেষ্টা পায়। পরে উদরের স্থূলতা কিছু কমিলে কষ্টে গর্ত্তে প্রবেশ করে। তাহারা প্রতিদিন রাত্রিতে এই রূপ পরস্পর বিবাদ করে, তথাপি গর্ত্তের মুখ প্রশস্ত করে না। প্রাতঃকালে রাত্রির বিবাদ বিসম্বাদ সকল বিস্মৃত হয়, এবং গর্ত্তের মুখ দিয়া স্বচ্ছন্দে গতাগতি করে। শৃগালেরা গর্ত্তের নিকটে মল ত্যাগ করে না। যদি কেহ তাহাদিগকে ধরিতে আইসে, তাহা হইলে গর্ত্তের অন্য অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করে।

শৃগালের পুরুষজাতিকে ফেউ কহে। ইহারা শৃগালী অপেক্ষা দেড় গুণ স্থূল, এবং মাংস খাইতে অতিশয় ভাল বাসে। দুই তিন শৃগাল একত্র হইয়া দুই তিন বৎসরের বৎসকেও অনায়াসে মারিয়া ফেলে, এবং অবলীলাক্রমে ছাগল মেষ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুর প্রাণ বধ করে।

ফেউ ব্যাঘ্রের ক্ষুদ্র শত্রু। গ্রামে অথবা বনে ব্যাঘ্র গুপ্তভাবে শীকার করিতে আসিলে ফেউর শব্দদ্বারা মনুষ্য ও পশু সকলে জাগরিত হয়, এবং ব্যাঘ্র আসিয়াছে জানিতে পারিয়া সকলে সাবধানে থাকে। ব্যাঘ্র ফেউর শব্দদ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে সে কোন ক্ষুদ্র গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে, অথবা বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে লুকায়, তথায় ব্যাঘ্র কোন প্রকারে যাইতে পারে না। পরে ব্যাঘ্রের ক্রোধনিবৃত্তি হইলে শৃগাল

পুনর্ব্বার শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, এবং কোন রূপে ব্যাঘ্রকে গুপ্তরূপে শীকার করিতে দেয় না। ব্যাঘ্র ফেউর শব্দদ্বারা অস্থির হইয়া কখন স্বয়ং সে স্থান-হইতে প্রস্থান করে, কখন বা গ্রামস্থ লোকেরা আসিয়া তাড়াইয়া দেয়।

শৃগাল ধরিবার প্রধান উপায় ফাঁদ। কলসির মধ্যে মাংস অথবা অন্য খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া তাহাতে রজ্জু বাঁধিয়া ঐ রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক কোন ব্যক্তি অতি দূরে বসিয়া থাকে। শৃগাল আহার লোভে অতি কষ্টে কলসির ভিতর মুখ দেয়, ও খাদ্য দ্রব্য খায়। পরে কলসিহইতে মুখ বাহির করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কোন রূপে পারে না। এই অবসরে মনুষ্যেরা আসিয়া ধরে। আর যদি শৃগালের মুখ সঞ্চালনদ্বারা কলসি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে কলসির কানা শৃগালের গলদেশে লাগিয়া থাকে, সুতরাং বড় দৌড়িতে পারে না। মনুষ্য দৌড়িয়া গিয়া অনায়াসে তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

নবদ্বীপ জেলায় মাটিয়ারি পরগণার অন্তর্গত সাহাবাদপুর গ্রামে পলিন বিশ্বাস নামক এক মুসলমান বাস করিত। সে প্রত্যহ ঐ গ্রামের উত্তর দিকের মাঠে রোজা করিতে যাইত। তথায় রন্ধন করিয়া সন্ধ্যা কালে আহার করিত। খাদ্য দ্রব্য পাইবার প্রত্যাশায় অনেক শৃগাল সায়ংকালে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং যত ক্ষণ মুসলমানের পাক করা সমাপ্ত না হইত তত ক্ষণ

নিঃশব্দে ও নির্ভয়ে তথায় শয়ন করিয়া থাকিত। মুসলমান আহার করিবার পূর্ব্বে শৃগালদিগকে ডাকিয়া এক এক নিরূপিত পাত্রে ভাগ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য দিত; কিন্তু যত ক্ষণ পর্য্যন্ত খাইতে অনুমতি না করিত, তত ক্ষণ তাহারা খাইত না। আজ্ঞা পাইলে পরস্পর বিবাদ না করিয়া স্ব স্ব নিরূপিত ভাগ আহার করিয়া চলিয়া যাইত; শৃগালেরা ঐ মুসলমানকে এমত বিশ্বাস করিত যে তাহার নিকটে স্বকীয় শাবকদিগকে লইয়া যাইতে কোন শঙ্কা করিত না।

একদা ঐ মুসলমানের দুই বৎসর বয়স্ক একটী পৌত্রীর মৃত্যু হইল। মুসলমান অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া সে দিবস আহার করিল না। লোকদ্বারা অন্ন পাক করাইয়া পূর্ব্ববৎ শৃগালদিগকে খাইতে দিল, কিন্তু শৃগালেরা তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সে দিবস কোন ক্রমেই আহার করিল না।

মুসলমান সেই মাঠেই মৃত পৌত্রীর গোর দিয়াছিল। শৃগালেরা ঐ গোরের কোন ব্যাঘাত করে নাই, বরং অন্য কেহ উহা খনন না করে, একারণ গোরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতার এই রূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘোটক।
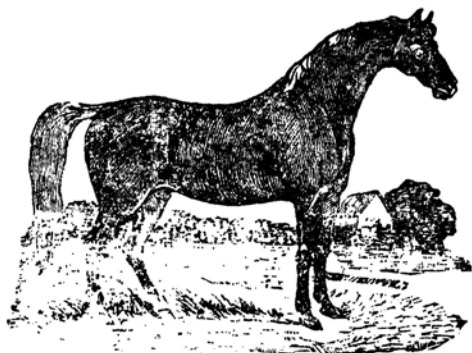
চতুষ্পাদ জন্তুর মধ্যে ঘোটক দেখিতে অতি সুন্দর। কুকুর ও হস্তি ব্যতিরিক্ত অন্য অন্য পশু অপেক্ষা শীঘ্র বশীভূত হয়, এবং অধিক প্রভুভক্ত। দয়া প্রকাশ করিয়া উত্তমরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিলে তাহা বুঝিতে পারে, এবং উপকার করিয়া তাহার পরিশোধও দিয়া থাকে। ইহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসে না, ক্রীড়া কৌতুকে অতিশয় অনুরক্ত। সকল পোষিত জন্তুর মধ্যে অশ্ব অতি দ্রুতগামী। অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র অধিক দূর যাওয়া যায়, আর কোন উপায়দ্বারা শীঘ্র তত দূর যাওয়া যায় না। শকটে ঘোটক যোজনা করিলে আরও সুখে যাইতে পারা যায়। অশ্বের সাহায্য ব্যতিরেকে যুদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন। যে কৃষিকর্ম্মদ্বারা মনুষ্যের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহাতেও অশ্বের সাহায্য পাওয়া যায়। এই রূপে ঘোটক যে মনুষ্যের কত উপকার করিয়া থাকে তাহা সংখ্যা করা যায় না।

ইহারা জীবিত দশায় অনবরত শ্রম করিয়া অনেক কর্ম্ম সম্পাদন করে। পরে মরিলে তাহার মাংস অন্যান্য পশুর ভক্ষণার্থে বিক্রয় হয়, এবং চর্ম্ম অনেক কর্ম্মে লাগে।

অশ্ব যে বনে জন্মে ও যে স্থানে স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করে, তাহার স্বভাব কিরূপ জানিতে হইলে, সেই খানে গিয়া দেখা উচিত। মনুষ্যেরা অশ্বকে ধরিয়া আনিয়া যে মাঠে চরায় ও যে গৃহে রাখে তাহার স্বভাব তথায় জানিতে পারা যায় না। সুখের কারণ স্বাধীনতা; অশ্বেরা যখন সেই স্বাধীন অবস্থায় থাকে তখন মনুষ্যের আনুকূল্য চায় না। তাহারা সেই অবস্থায় বনে দৌড়িয়া বেড়ায় ও নানা সুখ ভোগ করে। আফ্রিকা ও নিউ-স্পেইন দেশে যে সকল ঘোটক জন্মে কোন কালেই তাহাদিগকে আহারের অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না। ঐ সকল দেশ হিমপ্রধান নহে, তথায় সকল কালেই ঘাস পাওয়া যায়; সুতরাং তদ্দেশীয় ঘোটকেরা স্বচ্ছন্দে থাকে। যে দেশ শীতপ্রধান নহে, তাহাই অশ্বদিগের স্বচ্ছন্দ বাসের যোগ্য। এই নিমিত্ত ইউরোপ জাত অশ্বদিগকে আহারাদি বিষয়ে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়, যেহেতু ঐ দেশ অতিশয় শীতপ্রধান।

আফ্রিকা ও নিউ স্পেইন দেশে পাঁচ ছয় শত ঘোটক একত্র হইয়া চরে। তাহারা স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন জন্তুর সহিত বিবাদ বা যুদ্ধ করে না। যদি কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে কেবল আত্মরক্ষার জন্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে অসাবধান না দেখিলে কেহ আক্রমণ করে না, এজন্য অরণ্য মধ্যে যখন

তাহারা নিদ্রা যায়, তখন একটা অশ্ব জাগরিত থাকিয়া প্রহরির কার্য্য করে। কোন আপদ উপস্থিত হইলে সে সকলকে জাগাইয়া দেয়। এই রূপে পর্য্যায়ক্রমে এক একটা করিয়া প্রহরির কার্য্য করিতে থাকে। দিনের বেলায় যখন তাহারা মাঠে চরে, তখন কোন মনুষ্য তাহাদিগের নিকটে আসিলে যে অশ্ব প্রহরির কার্য্যে নিযুক্ত থাকে সে প্রথমতঃ ঐ মনুষ্যের শক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, অথবা সে ভয় পাইয়া আর অশ্বগণের নিকটে না আইসে, এই জন্যে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের হস্তে পিস্তল আছে জানিতে পারিলে চীৎকার ধ্বনি করিয়া সকলকে পলাইবার সঙ্কেত করে। তাহার শব্দ শুনিবা মাত্র সকলে বায়ুবেগে পলাইয়া যায়। যাহারা পাছে পড়ে সেই রক্ষক ঘোটক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়।

আফ্রিকা, আমেরিকা, প্রভৃতি অনেকানেক দেশে বন্য অশ্ব পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশীয় লোকেরাই অশ্ব ধরিয়া আনিয়া প্রতিপালন করে, ও উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। কিন্তু উত্তর মেরুতে কি গ্রাম্য কি বন্য কোন প্রকার অশ্বই নাই। আরব দেশে যে সকল অশ্ব জন্মে তাহারা সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সরলস্বভাব, অতিশয় দ্রুতগামী, ও পরিশ্রমী। তাহারা ঐ দেশের বনে জন্মে, কিন্তু অধিক জন্মে না। তদ্দেশীয় লোকেরা নানা কৌশল করিয়া তাহাদিগকে ধরে। ঐ সকল অশ্ব অতিশয় কার্য্যদক্ষ, এবং দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু তাদৃশ উচ্চ ও বৃহৎ নহে। তাহারা সচরাচর পিঙ্গলবর্ণ। তাহাদিগের লাঙ্গুল

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কেশর কাল ও ঘন ঘন। দৌড়িলে কেহ তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে পারে না। সকলকেই পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। অশ্ব ধরিবার উপায় কেবল ফাঁদ। লোকেরা বালুকার উপরে ফাঁদ পাতিয়া রাখে, তাহাতেই ইহারা ধরা পড়ে। লোকেরা ইহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কিঞ্চিৎ কাল কিছু খাইতে দেয় না, অনবরত পরিশ্রম করায়। তাহাতেই ক্রমে নিস্তেজ হইয়া অশ্ব মনুষ্যের বশীভূত হয়; বশীভূত হইলে অনেক উপকারে আইসে।

অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক উটপক্ষি শীকার করিতে গিয়া লোকেরা অশ্বের দ্রুতগমন পরীক্ষা করে। আরব দেশে অনেক বালুকাময় স্থান আছে। তথায় অনেক উটপক্ষী থাকে। তাহারা দ্রুতবেগে গমন করিলে অশ্ব ব্যতিরিক্ত আর কেহ তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে পারে না। যখন কোন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি পক্ষিকে ধরিতে আইসে, সে তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতের দিকে পলায়ন করে। অশ্বারোহী সাধ্যানুসারে দ্রুতগমন করিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা পায়। এই রূপে উভয়ে মাঠে ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করে। পক্ষী চরণ ও পক্ষ উভয়ের সাহায্যে অতি বেগে গমন করে বটে, কিন্তু এমত অনেক অশ্ব আছে যে তাহারা তাহা অপেক্ষাও অধিক বেগে দৌড়িতে পারে। পক্ষী যখন বেগে পরাস্ত হয়, তখন বারম্বার ফিরিয়া ঘুরিয়া শীকারিকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা পাইতে থাকে। কিন্তু যখন নিতান্ত পলাইবার পথ না পায়, তখন সম্মুখে যে স্থান থাকে সেই খানে মস্তক লুকায়। পরে শীকারিরা আসিয়া

অনায়াসে ধরে। যে ঘোটক উটপক্ষির শীকারস্বরূপ পরীক্ষার সময় যত নৈপুণ্য ও শ্রমশক্তি প্রদর্শন করে, তাহার মূল্য তদনুসারে অধিক হয়। কোন কোন অশ্ব দুই সহস্র মুদ্রা মূল্যে বিক্রয় হয়।

ঘোটক অপেক্ষা ঘোটকী ক্ষুধা তৃষ্ণা অধিক সহ্য করিতে পারে, এবং অতিশয় পরিশ্রম করে। আরব দেশীয়েরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। সেই নিমিত্ত তাহারা প্রায় ঘোটকীতে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা গতাগতি করিয়া থাকে। ঘোটকীরা ঘোটকের ন্যায় দুষ্টস্বভাব নয়, ও প্রায় চীৎকার শব্দ করে না।

ঘোটকীরা যখন একত্র থাকে, পরস্পর কেহ কাহারও অনিষ্ট করে না, এবং ঘোটকের মত পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বারা আঘাত করে না। এই নিমিত্ত আরব দেশীয়েরা ঘোটক অপেক্ষা ঘোটকীদিগকে অতিশয় ভাল বাসে। কিন্তু তুরুষ্ক দেশীয় লোকদিগের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহারা ঘোটকদিগকেই অত্যন্ত ভাল বাসে। আরব দেশীয় লোকদিগের মধ্যে বহু কালাবধি এই রূপ ব্যবহার আছে যে তাহারা যত্ন পূর্ব্বক অশ্বদিগের বংশাবলী লিখিয়া রাখে। তদনুসারে কোন্ অশ্ব কোন্ বংশে উৎপন্ন তাহা বলিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অশ্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নাম ও উপাধি রাখে, এবং আকার ও বর্ণ দেখিলেই কে কোন্ বংশীয় অশ্ব তাহা নিরূপণ করিয়া দিতে পারে। তাহারা ঘোটকদিগকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসে। সপরিবারে ঘোটকের সহিত এক তাম্বুর মধ্যে বাস করে। তাহাতে পরস্পর এমত প্রণয়

জন্মে যে আর কিছুতেই সে রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা ঘোটকের প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করে, ঘোটকেরাও তাহাদিগের অতিশয় বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হয়।

আরব দেশে যত প্রকার বন্য পশু আছে সকল অপেক্ষা তদ্দেশীয় অশ্ব অতি দ্রুতগামী। লোকেরা তাহাদিগকে এমত শিক্ষা দেয় যে তাহারা অতি বেগে গমন করিতে করিতেও অশ্বারোহী অল্প আঘাত করিলেই অমনি স্থির হইয়া দাঁড়ায়। পাদুকাতলস্থিত লৌহদ্বারা আঘাত না করিলে অন্য অন্য অশ্ব দৌড়ে না, কিন্তু তাহাদিগকে পাদদ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র অমনি পুনর্ব্বার বেগে দৌড়িতে থাকে। তাহারা এমত বশীভূত ও আজ্ঞাবহ যে লোকেরা ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা আঘাত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে লইয়া যায়। আরব দেশীয় লোকদিগের অশ্বই প্রধান ধন। তাহারা লুট ও শীকার করিবার সময় অশ্বে আরোহণ করিয়া যায়। কিন্তু অশ্বে আরোহণ করিয়া দূর দেশে যায় না, এবং তাহাদিগকে গুরুতর ভার বহন করিতে দেয় না। বসন্ত কালে তদ্দেশীয় ঘোটকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ ভক্ষণ করে; অন্যান্য ঋতুতে কেবল রাত্রিকালে যব আহার করিতে পায়। যে গৃহে ঘোটকী ও তাহার শাবক থাকে সেই গৃহে আরব দেশীয়েরা স্ত্রী পুত্র লইয়া শয়ন করে; সন্তানদিগকে ঘোটকীর উপর শয়ন করাইয়া রাখে। ঘোটকী এমত সাবধানে থাকে যে কোন ক্রমে সন্তানদিগের নিদ্রা ব্যাঘাত হয় না। আরবেরা ঘোটকদিগকে কখন আঘাত করে না, সর্ব্বদা তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্য সাধন করে।

বার্ব্বরি দেশে যে সকল ঘোটক জন্মে তাহারা দেখিতে অতি সুন্দর, অতি বেগে দৌড়িতে পারে। তাহাদিগকে সকলে বার্ব্বস্ বলিয়া থাকে। বার্ব্বস্ ঘোটকের খুর অতি শক্ত। কেহ কেহ কহিয়া থাকে ইহারা অথর্ব্ব হয় না, যাবজ্জীবন বলবান্ ও পরাক্রমশালী থাকে। আরব অশ্ব বার্ব্বরি দেশীয় অশ্বের ন্যায় তাদৃশ উত্তম নয়; কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন উক্ত উভয় দেশীয় অশ্বের কোন ইতর বিশেষ নাই; বরঞ্চ আরব অশ্ব যুদ্ধের সময় অধিক উপযোগী।

গিনি দেশের গোল্ডকোষ্ট নামক সমুদ্রতীরে অতি অল্প ঘোটক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিকটবর্ত্তি প্র-দেশেও ঘোটক জন্মে না। বোধ হয় এই নিমিত্তই তত্রত্য কাফ্রিরা আমেরিকায় ঘোটক দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিল, এবং ঘোটকের নিকটে যাইতে ভয় পাইয়াছিল।

পূর্ব্ব কালে পারশ দেশহইতে অনেক ঘোটক উত্তমাশা অন্তরীপে নীত হয়। এক্ষণে ঐ অন্তরীপে যে সকল ঘোটক আছে তাহারা উহাদিগেরই সন্তান সন্ততি। তাহারা দেখিতে ক্ষুদ্র ও ধূসরবর্ণ। উত্তমাশা অন্তরীপে যে সকল লোক বাস করে তাহারা বন্য ও অসভ্য, সুতরাং তথাকার ঘোটকও উত্তমরূপ শিক্ষিত নহে।

চীন দেশের ঘোটক সকল উত্তম। তন্মধ্যে ইউন্নান দেশীয় ঘোটক অতি উৎকৃষ্ট। তাহারা দেখিতে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অতিশয় বলশালী।

ইলথ্ভাতার দেশীয় ঘোটক সকল উৎকৃষ্ট, তেজস্বী, ও

দ্রুতগামী। তাহারা সর্ব্বদা সিংহ ব্যাঘ্র দেখিতে পায়, এজন্য তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয় করে না।

মোগলদিগের দেশে নানাবর্ণের ঘোটক আছে। তাহারা অতি উচ্চও নয় নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়। কিন্তু কতকগুলির আকার বৃহৎ, এবং তাহারা দেখিতে অতি সুন্দর।

ভারতবর্ষের ঘোটক সকল আর এক প্রকার। তাহারা দেখিতে অতি কৃশ ও ক্ষুদ্র, এবং দুষ্টস্বভাব। তাহাদিগের গাত্র পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কৃত। ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ধনবান লোকেরা যে সকল অশ্বে আরোহণ করিয়া থাকেন উহারা পারশ অথবা আরব দেশহইতে আনীত।

ভারতবর্ষের যে সকল ধনবান্ লোক উত্তম অশ্বারোহী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে হস্তদ্বারা বড়শা নিক্ষেপ করিয়া সেই বড়শা ভূতলে না পড়িতে পড়িতে পুনর্ব্বার ধরিতে পারেন। তাঁহাদিগের আরও এক প্রকার কৌশল আছে; ঐ কৌশলে অশ্বের ও তাঁহাদিগের অত্যন্ত সতর্কতা আবশ্যক। তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়া গোলা নিক্ষেপ করেন; সেই গোলা ভূতলে না পড়িতে পড়িতে শীঘ্র তাহার নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার আঘাত করেন। এই রূপে আপন বাম ভাগে অথবা দক্ষিণ ভাগে গোলায় আঘাত করিতে করিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চলিয়া যান; গোলা কোন রূপে ভূতলে পড়িতে পায় না।

পেনাণ্ট সাহেব কহেন যে লাহোরে যে সকল ঘোটক আছে বোধ হয় মোগল রাজারা প্রথমতঃ উহাদিগকে

ঐ দেশে আনিয়াছিলেন। আক্‌বর বাদশাহের অশ্বশালায় দ্বাদশ সহস্র অশ্ব ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ আরব, পারশ, ও অন্যান্য দেশহইতে আনীত। গণ্ডোয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত চুটিশঘর নামক গ্রামে যে সকল টাটু ঘোড়া আছে তাহারা বাঙ্গালা দেশের ঘোটক অপেক্ষা উত্তম নহে। ভীমনদীর তীরে যে সকল অশ্ব আছে তাহারা অতি উত্তম, ও দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদিগের আকৃতি অতি বৃহৎ নয়, নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়। ঐ সকল ঘোটকের শরীর ও পায়ের বর্ণ কাল। মহারাষ্ট্র দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসে। ভীম নামক গ্রামে জন্মে বলিয়া তাহাদিগের নাম ভীমারটেডি। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদের নিমিত্ত ঔরঙ্গাবাদে যে সকল অশ্ব শিক্ষিত হইত তাহাদিগের আকার দৃঢ় বটে, কিন্তু তাদৃশ বলবান্ ও সুদৃশ্য নয়। বেহারের অন্তর্গত যে সকল প্রদেশ নেপালের প্রান্তবর্ত্তী তথায় ইংরাজদিগের সৈন্যের নিমিত্ত অনেক অশ্ব শিক্ষিত হয়। যে অবধি সে দেশের লোকেরা অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তদবধি তথায় উত্তম উত্তম ঘোটক পাওয়া যায়। তিরহুত ও হাজিপুর গ্রামেও সুশিক্ষিত ঘোটক পাওয়া গিয়া থাকে।

আশিয়া ও আফ্রিকায় যে সকল ঘোটক জন্মে তাহাদিগের বিবরণ লিখিত হইল। এক্ষণে ইউরোপের ঘোটকদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।

গ্রেট্ ব্রিটেনের লোকেরা যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী পুরুষহইতে উৎপন্ন সেই রূপ তদ্দেশীয় ঘোটক সকলও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ঘোটক ঘোটকীহইতে জন্মিয়াছে; অর্থাৎ

তথায় নানা দেশীয় ঘোটকের সমাগম থাকাতে নানা প্রকার ঘোটক জন্মিয়াছে। এরূপ আর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য দেশে কেবল এক প্রকার ঘোটক পাওয়া যায়; কিন্তু নানা জাতীয় অশ্বের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে, ও দেশের গুণে, এবং তত্রত্য লোকদিগের শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, ব্রিটেনের অশ্ব সকল ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশের অশ্ব অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন।

নিউমার্কেট নামক স্থানের ইতিহাসে লিখিত আছে যে গ্রেট ব্রিটেনের অশ্ব সকল বায়ু অপেক্ষাও দ্রুতবেগে গমন করিত। চিল্‌ডর্স নামক এক ঘোটক অতিশয় দ্রুতগামী ছিল। সে এক মিনিটে প্রায় আধ ক্রোশ পথ গমন করিতে পারিত। তদানীন্তন লোকেরা কহিত যে পৃথিবীতে যত অশ্ব আছে চিল্‌ডর্স সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। ঐ অশ্ব অনেক বার তদানীন্তন অন্যান্য দ্রুতগামি উত্তম উত্তম অশ্বের সহিত দৌড়িয়াছিল, কিন্তু এক বারও পরাজিত হয় নাই। তদারোহী ঘোড়দৌড়ে কখন হারেন নাই; বারম্বার জিতিয়া বিংশতি সহস্র টাকা লাভ করিয়াছিলেন। উহার জনক আরবীয় ঘোটক ছিল। এক ব্যক্তি ক্রয় করিয়া ইংলণ্ড দেশে আপন ভ্রাতাকে উপঢৌকন দেয়।

চিল্‌ডর্সের পর ইক্লিপস নামক এক অশ্ব দ্রুতগমনে অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিল। তদারোহী ঘোড়দৌড়ে অনেক টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। যৎকালে ইংলণ্ডে হাইফ্লাইয়র নামক অশ্ব ছিল, তখন তথায় আর কোন অশ্ব তৎসদৃশ ছিল না। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত

হইলে ঐ ঘোটক ঘোড়দৌড়ে প্রবৃত্ত হয়। তদারোহী কখন পরাজিত হন নাই। ক্রমাগত জয় লাভ করিয়া নব্বই সহস্র টাকা উপার্জ্জন করেন।

ডাকের ঘোটকদ্বারা অল্প সময়ে অধিক পথ ভ্রমণ করা যায়। বফুন্ সাহেব ইহার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কহেন যে ১৭৪৫ খ্রীষ্ট অব্দে ষ্ট্রেটন প্রদেশের ডাকের অধ্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অশ্বে আরোহণ করিয়া সাড়ে এগার ঘণ্টার মধ্যে এক শত সাড়ে সাত ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্ট অব্দের জুলাই মাসে লণ্ডন নগরের বিলটর স্কোএর নামক স্থানে কোন ব্যক্তি বাজি রাখিয়া আপন অশ্বকে এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পনর ক্রোশ পথ চালাইয়াছিল, অর্থাৎ ঘোটকটা এক ঘণ্টায় সাড়ে দশ ক্রোশেরও অধিক পথ চলিয়াছিল।

ইংলণ্ডে যে সকল ঘোড়া গাড়ি টানে তাহাদিগের যেরূপ শক্তি ও আকৃতি, এবং যুদ্ধের ঘোটকদিগের যেরূপ বল ও নৈপুণ্য, সেরূপ অন্য দেশীয় ঘোটকের নাই। একদা লণ্ডন নগরে একটা ঘোটক পঁচাত্তর মোন ভার টানিয়া আনিয়াছিল।

নেপল্স ও ইটালি দেশের ঘোটক সকল দেখিতে কদাকার ও কৃশ; কিন্তু মনুষ্যের অধিক উপকারক, এবং তাহাদিগের স্বভাব উত্তম। তাহারা ওজনে ভারি নয় বলিয়া ঘোড়দৌড়ের বড় উপযুক্ত, কিন্তু অধিক দূর দৌড়িতে পারে না। ইটালি ও নেপল্স দেশ অপেক্ষা যে স্থানে অধিক শীত, তথায় তাহারা সুস্থ থাকিতে পারে না।

স্পেইন দেশীয় ঘোটক সকল দেখিতে সুশ্রী ও সুগঠন, এবং অতিশয় কার্য্যদক্ষ ও সতর্ক। ইহাদিগের চক্ষু পাদ ও মস্তক সুদৃশ্য। ইহারা অনায়াসে বশীভূত হয়, এবং যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইলে ঘোড়দৌড়েও সক্ষম হয়। স্পেইন দেশে ইহাদিগের শরীর যেরূপ সুস্থ থাকে, উত্তর প্রদেশে সেরূপ থাকে না। তুরুষ্ক দেশীয় ঘোটক-দিগের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। তাহারা প্রায় সচরা-চর শুক্লবর্ণ। অন্যান্য বর্ণের ঘোটকও তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের মুখ দেখিতে অতি কুৎসিত। তাহারা বৃহৎ, বলবান্, ও স্বভাবতঃ অতি দ্রুতগামী।

জর্ম্মণি দেশের ঘোটক সকল নিদরলণ্ড দেশের ঘোটক অপেক্ষা উত্তম ও দেখিতে সুন্দর। জর্ম্মণির লোকেরা ঐ সকল ঘোটককে গাড়ি টানায়; কিন্তু সৈন্যের ব্যবহার ও কামানটানা প্রভৃতি যুদ্ধ কার্য্যেই অধিক সংখ্যক নিয়ো-জিত হয়। ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গেই লোম, পায়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আকার বৃহৎ নহে, গঠন অতি সুন্দর, এবং পদ-তল কোমল। হঙ্গারি দেশে নানা বর্ণের ঘোটক জন্মে। তাহারা গাড়িটানিবার ও চড়িবার পক্ষে উত্তম। আ-কারে বৃহৎ বটে, কিন্তু কুগঠন নয়, ও সকলেই দ্রুতগামী।

ডেন্মার্ক দশীয় ঘোটক দেখিতে খর্ব্ব ও গোলাকার। তাহাদের মস্তক সুদৃশ্য; শরীরে ছোট ছোট লোম আছে। নিদরলণ্ড দেশের ঘোটক সকল গাড়িটানিতে অতি পটু। তাহাদের নাম ফ্লান্ডর্স মেয়র্স কহিয়া থাকে। ডেন্মার্ক দেশের ঘোটকের যেরূপ আকৃতি পোলাণ্ড দেশের ঘোটকেরও প্রায় সেই রূপ; কিন্তু পোলাণ্ড

দেশীয় ঘোটকের কপাল দেখিতে তত ভাল নয়। পোলাণ্ডে সচরাচর উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণের এবং পলাণ্ডুর উপরিভাগের যেরূপ বর্ণ সেই রূপ বর্ণের অনেক ঘোটক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রায় রোষবশ ও দুষ্টস্বভাব। জর্ম্মণি দেশের অশ্বের যেরূপ আকৃতি সুইট্জরলাণ্ড দেশের ঘোটকেরও প্রায় সেই রূপ। পিড্মণ্ড দেশীয় অশ্বের আকৃতি অতি বৃহৎ নয়, নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়। তথায় প্রায় সকল বর্ণের ঘোটক আছে। তাহাদের চক্ষু ও কর্ণ ক্ষুদ্র, পা ও মুখ অতি সুন্দর। তাহারা রোষবশ; কিন্তু উত্তমরূপ মস্তক সঞ্চালন করিতে পারে না।

আরব দেশীয় লোকেরা ঘোটকদিগকে অতিশয় ভাল বাসে। এক দরিদ্র আরব দেশীয় লোকের একটী ঘোটকী ছিল। ঐ ঘোটকী ব্যতিরিক্ত আর তাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না। ঘোটকী দেখিতে অতি সুদৃশ্য। সাইদ নগরে ফরাশিদিগের এক জন উকীল ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভু চতুর্দশ লুইসের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত ঐ ঘোটকী ক্রয় করিতে চাহাতে দরিদ্র আরব অনেক ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, যদি অধিক মূল্য দিতে পারেন, তাহা হইলে বিক্রয় করি। উকীল পত্রদ্বারা মূল্যের বিষয়ে রাজার মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে রাজা সম্মত হইলেন। উকীল আরবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও ঘোটকীর মূল্যস্বরূপ অধিক সংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা একত্র করিয়া রাখিলেন। আরব ঘোটকীকে সাজাইয়া তাঁহার নিকটে আনিল। ঐ ব্যক্তি এমত দরিদ্র ছিল যে উহার একখানি বই দুইখানি

গাত্র বস্ত্র ছিল না, তাহাও আবার অতিশয় জীর্ণ। সে উকীলের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ সেই সুবর্ণ মুদ্রায় নেত্র পাত করিল, পরে ঘোটকীর প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, ঘোটকি! আমি তোমায় ইউরোপিয়ানদিগকে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তাহারা তোমাকে দৃঢ় বন্ধন করিবে, প্রহার করিবে, ও সাতিশয় দুঃখ দিবে। তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, নয়নের আনন্দ জনক, এবং সন্তান-দিগের হৃদয়ের প্রীতিবর্দ্ধক। তুমি আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল; আমি তোমাকে কদাচ বিক্রয় করিব না। এই বলিয়া অমনি সেই ঘোটকীতে আরোহণ করিল, এবং এক মুহূ-র্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

ঘোটকেরা পরস্পর অতিশয় ভাল বাসে। একদা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হানোবর দেশীয় দুই ঘোটক এক শকটে নিযোজিত হইয়া কামান টানিতেছিল। তাহার মধ্যে একটা সং-গ্রামে হত হইল। যেটা জীবিত ছিল তাহার সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য দিলে সে খাইল না, মুখ ফিরাইয়া সঙ্গির সন্ধান এবং ক্ষণে ক্ষণে দুঃখসূচক শব্দ করিতে লাগিল। তাহাকে আহার করাইবার নিমিত্তে অনেক কৌশল করিয়াছিল, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। তাহার পার্শ্বে অন্যান্য অনেক অশ্ব ছিল, সে কাহারও প্রতি এক বারও দৃষ্টি পাত করে নাই। সঙ্গির বিয়োগে এমত কাতর ও দুঃখিত হইয়াছিল যে তাহার আকারেই দুঃখ ও কাতরতার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে দিনে ঐ

ঘোটক মরিয়াছিল, তদবধি সে কিছুমাত্র আহার করে নাই; পরিশেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্ট অব্দে বোবিলিয়র প্রদেশীয় অশ্বারোহি সৈন্য দলের মধ্যে একটী অতি সাহসী উত্তম ঘোটক ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় তাহার দন্ত সকল পতিত হইলে সে ঘাস অথবা শস্য কিছুই চর্ব্বণ করিতে পারিত না। তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে যে দুই ঘোটক থাকিত তাহারা ঘাস ও শস্য দন্তদ্বারা চিবিয়া তাহার সম্মুখে দিত, সে তাহাই আহার করিয়া বাঁচিয়াছিল। এই রূপে দুই মাস পর্য্যন্ত তাহার জীবন ধারণ হইয়াছিল; এবং যদি উহাকে ঐ দুই ঘোটকের নিকটহইতে বিভিন্ন না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় আরও কিছু কাল বাঁচিত।

ঘোটক অন্যান্য জন্তুকেও স্নেহ করিয়া থাকে। সহবাসী আর কেহ ছিল না বলিয়া এক ঘোটক এক শূকরশাবকের সহিত বাস করিত। হোয়াইট্ সাহেব লিখিয়াছেন যে কোন উদ্যানে একটা ঘোটক ও একটা কুক্কুট একত্র বাস করিত। তথায় অন্য কোন পশু ছিল না। কুক্কুট অশ্বের নিকটে আসিয়া তাহার পায়ে আপনার গা ঘষিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিত। ঘোটকও হর্ষযুক্ত হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিত, এবং পাছে ঐ ক্ষুদ্র জন্তু পদতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে এই ভয়ে অতি সাবধানে গমন করিত।

কোন ব্যক্তির একটী টাটু ঘোড়া ছিল। ঐ ঘোটক তাঁহার এমত বশীভূত ও আজ্ঞাবহ ছিল যে উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র ভয় হইত না। তিনি ঘোটককে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একটা কুকুর ঐ ঘোটকের সহিত এক গৃহে থাকিত, ঘোটক তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিত। ঘোটক যেখানে যাইত কুকুর সঙ্গে সঙ্গে যাইত। একদা রক্ষক ঘোটককে বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, কুকুরও তাহার নিকটে ছিল, এমত সময়ে আর একটা বলবান্ কুকুর আসিয়া ঐ কুকুরকে আক্রমণ করাতে ঘোটক তাহার রক্ষার্থে পশ্চাদ্ ভাগের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের পা তুলিয়া আগন্তুক কুকুরকে এমত ভয় দেখাইল যে সে কোন্ দিগে পলায়ন করিল। রক্ষক এই ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল।

ঘোটকজাতি অতিশয় বুদ্ধিজীবী। লণ্ডন নগরে এক অশ্ব ছিল। সে নকল করিয়া মৃত ঘোটকের ন্যায় এমত পড়িয়া থাকিতে পারিত যে নাড়িয়া চাড়িয়াও কোনক্রমে বুঝা যাইত না যে সে জীবিত আছে। ইহাতে ঐ অশ্বের অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা, এবং তাহার শিক্ষকের অসাধারণ শিক্ষাদাননৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই।

ঘোটকেরা আপন স্কন্ধদেশ অথবা অন্যান্য যে যে অবয়ব দন্ত ও পাদদ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, সেই সেই স্থান চুলকাইলে আর এক ঘোটকের নিকটে যায়, এবং তাহার সেই সেই অবয়ব আস্তে আস্তে দন্তদ্বারা স্পর্শ

করে। ইহাতেই সে আগন্তুক ঘোটকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, ও তৎক্ষণাৎ দন্ত অথবা পা দিয়া তাহার গা চুল-কাইয়া দেয়।

বেল্‌ফাষ্ট নগরে এক ঘোটক ছিল। সে প্রত্যহ দুই প্রহর রাত্রিতে আপনার গলার দড়ি ও মন্দুরার দ্বারের দড়ি দন্তদ্বারা খুলিয়া মাঠে যাইয়া শস্য ভক্ষণ করিত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার মন্দুরায় আসিয়া উপস্থিত হইত। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে ঐ রূপ করিয়া-ছিল, কিন্তু কখন ধরা পড়ে নাই। ঘোটকটা মাঠহইতে গৃহে আসিয়া দ্বারের হুড়কায় যেরূপ দড়ি বাঁধা থাকিত পুনর্ব্বার সেই রূপ করিয়া রাখিত। কিন্তু এ কথা কোন রূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। বোধ হয় দ্বারে এমত কোন কল ছিল যে তাহা ঠেলিয়া ভিতরে গেলে সে আপনিই রুদ্ধ হইয়া থাকিত।

কোন ব্যক্তি এক ঘোটকে আরোহণ করিয়া নির্দ্ধারিত দিবসে গ্রাহকদিগকে সংবাদ পত্র দিতে যাইত। তাহাকে ষাট সত্তর জন গ্রাহকের বাটীতে যাইতে হইত। ঘোটক প্রত্যেক ব্যক্তির বাটী চিনিয়াছিল। সেই সেই বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আপনিই দাঁড়াইত। সংবাদ পত্রের এক খণ্ড দুই জনে ভাগে গ্রহণ করিত; দুই জনই পরস্পর এক ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিত। তাহা-দিগের এই নিয়ম ছিল, যে ঐ সংবাদ পত্র এক রবিবারে এক জন লইবে, অন্য রবিবারে আর এক জন লইবে।

যে দিন যাহার বার ঘোটক সেই দিন তাহার বাটীতেই উপস্থিত হইত, কখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত না।

উল্‌উইচ্ নগরে যে স্থানে অশ্বদিগকে কামান টানিতে শিখায় কিছু দিন হইল তথায় একটী অশ্ব ছিল। ঐ অশ্ব এমত সুশিক্ষিত ও বশীভূত হইয়াছিল যে শয়ন করিবার আদেশ করিলেই শয়ন করিত, এবং যত ক্ষণ উঠিবার অনুমতি না পাইত তত ক্ষণ উঠিত না। দর্শকগণ সম্মুখে আসিলে সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার করিত, এবং অন্য অন্য অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিত। কিছুমাত্র অবাধ্যতা প্রকাশ করিত না। কিন্তু পথে তাহাকে কোন প্রকারে বশীভূত করিয়া রাখা যাইত না। সে প্রথমতঃ আরোহি ব্যক্তিকে ফেলিয়া দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিত, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে আপনি পথে পড়িয়া গড়াগড়ি দিত। যখন ঐ ঘোটক প্রথম ক্রীত হয়, তখন অতিশয় দুষ্টস্বভাব ছিল; কিন্তু দেখিতে সুন্দর বলিয়া ক্রয় করিয়াছিল, এবং তাহার কুরীতি শুধরাইয়া দিবার নিমিত্তও অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল। যাহা হউক, তাহাদিগের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপ সফল হইয়া উঠিল না।

গৰ্দ্দভ।
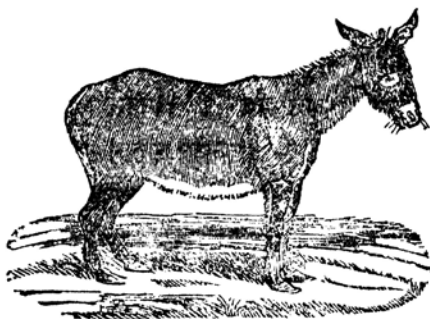
ঘোটকের যেরূপ আকৃতি গৰ্দ্দভেরও প্রায় সেই রূপ। কিন্তু ঘোটকের যেরূপ সুগঠন গৰ্দ্দভের সেরূপ নয়। গৰ্দ্দভ ঘোটকের ন্যায় চলিতেও পারে না। ইহাদিগের কাণ লম্বা; স্কন্ধদেশে ছোট ছোট অনেক লোম হয়; লাঙ্গূলের অগ্রভাগেও লম্বা লম্বা লোম আছে। চক্ষু দেখিতে উত্তম; শব্দ অতি কর্কশ; ঘ্রাণ শক্তি অতি প্রবল। চৰ্ম্ম এমত স্থূল যে বল পূৰ্ব্বক কশাঘাত করিলেও অত্যন্ত ক্লেশকর হয় না; গায়ে ধূসরবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটা মোটা অনেক লোম হয়; মেরুদণ্ডের পার্শ্বে স্কন্ধ অবধি এক কাল রেখা আছে। ভারতবর্ষীয় গৰ্দ্দভ ধূসরবর্ণ। আরব প্রভৃতি দেশের গৰ্দ্দভ ঈষৎ রক্তবর্ণ। পূৰ্ব্বকালে আফ্রিকা ও ইউরোপে গৰ্দ্দভ ছিল না। গৰ্দ্দভ প্রথমতঃ আরব দেশহইতে মিসর দেশে আসিয়াছিল। পরে মিসর দেশহইতে গ্রীস

দেশে, তথাহইতে ইটালি দেশে, ইটালিহইতে ফ্রান্স দেশে, তথাহইতে জর্ম্মনি, ইংলণ্ড, সুইডেন্, প্রভৃতি নানা দেশে ছড়িয়া পড়িয়াছে। যে দেশে শীত অধিক তদ্দেশীয় গর্দ্দভ সকল দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র। এই রূপে দেশের গুণে ও শীতের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগের বলের ও আকারের তারতম্য হইয়া থাকে।

গর্দ্দভ স্বভাবতঃ দ্রুতগামী ও ভয়ঙ্কর। কিন্তু পোষা গর্দ্দভের স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। তাহারা যে ক্ষণে ধৃত হয়, সেই অবধি মনুষ্যের বশীভূত হইয়া আপন ভয়ঙ্কর স্বভাব পরিত্যাগ করে। সকল পশু অপেক্ষা গাদা অধিক পোষ মানে। পোষা গাদা অতিশয় নম্র ও বিনীতস্বভাব হয়। নিষ্ঠুর লোকেরা যত প্রহার করে গর্দ্দভ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সকল সহ্য করিয়া থাকে। ইহারা পরিমিত আহারেই সন্তুষ্ট হয়। খাদ্য দ্রব্যের উপাদেয়তা ও হেয়তার বিষয় বড় বিবেচনা করে না। ঘোটক ও অন্য অন্য পশুর আহারাবশিষ্ট অথবা তৃণাদি যাহা পায় তাহাই খায়। জলের উত্তমতা ও অধমতা বিলক্ষণ বিবেচনা করে। নদীর নির্ম্মল জল ব্যতিরিক্ত অন্য জল পান করে না। প্রত্যহ এক নদীর জল পান করিয়া থাকে। এই জন্তু যেরূপ পরিমিত আহার করে সেই রূপ পরিমিত জল পানও করিয়া থাকে। জল পান করিবার সময়, ঘোটকের ন্যায়, জলের ভিতর নাসিকা নিমগ্ন করে না। ইহারা ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিতে অতিশয় ভাল বাসে। গর্দ্দভের মুখে সর্ব্বদা লাগাম থাকে না, এজন্যে ভার লইয়া যাইতে যাইতেও গড়াগড়ি দিবার নিমিত্ত

সুযোগ পাইলেই শুইয়া পড়ে। ঘোটকেরা কর্দ্দমের উপর গড়াগড়ি দেয়, কিন্তু ইহারা তাহা করে না; জলে নামিতে অতিশয় ভয় করে। পথে পঙ্ক দেখিলে যে দিকে পঙ্ক না থাকে সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া যায়।

গর্দ্দভ বাল্যাবস্থায় চতুর ও দেখিতে কিঞ্চিৎ সুন্দর থাকে। কিন্তু অধিক বয়স হইলে অথবা উত্তমরূপ শিক্ষা না পাইলে ক্রমে ক্রমে মন্দগতি, বুদ্ধিভ্রষ্ট, ও অবাধ্য হয়। গর্দ্দভী আপন সন্তানদিগকে ভাল বাসে। গর্দ্দভও গর্দ্দভীকে অতিশয় ভাল বাসিয়া থাকে। সন্তানদিগের নিকটে যাইবার আবশ্যকতা হইলে গর্দ্দভী অগ্নি ও জলের উপর দিয়াও চলিয়া যায়। প্রতিপালক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও গর্দ্দভ তাহার অবাধ্য হয় না। প্রতিপালক যে দিকে যায় অথবা যেখানে থাকে তাহা না দেখিয়াও কেবল গন্ধ আঘ্রাণদ্বারা তাহার নিকটে যাইতে পারে, এবং অনেক লোকের মধ্যে থাকিলেও তাহাকে চিনিতে পারে।

যখন গর্দ্দভের পৃষ্ঠে অধিক ভার চাপান যায়, তখন সে মস্তক ও কর্ণ নত করিয়া থাকে। বোধ হয় তদ্দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করে যে এত অধিক ভার চাপান অন্যায় হইতেছে। যে ভার বহন করা গর্দ্দভের পক্ষে দুঃসাধ্য, এমত ভার তাহার পৃষ্ঠে চাপাইলে মুখ ব্যাদান করিয়া ওষ্ঠদ্বয় এরূপে টানে যে তাহাতে অত্যন্ত কদাকার দেখায়। চক্ষু আচ্ছাদিত থাকিলে গর্দ্দভ এক পাও চলে না। যদি এই জন্তুকে শোয়াইয়া তাহার এক চক্ষু ঘাসে ও আর এক চক্ষু ঢেলাতে অথবা তাদৃশ অন্য কোন বস্তুতে ঢাকিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সেই অবস্থাতেই থাকিবেক; কদাচ

সেই সামান্য বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা পাইবেক না। ইহারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুতবেগে গমন করিতে ও লম্ফ দিতে পারে। প্রথমে দ্রুতবেগে গমন করে বটে, কিন্তু শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। শ্রান্ত হইলে আর তাহাকে চালান কঠিন। সে সময়ে যত প্রহার কর না কেন সে কিছুতেই চলিবেক না।

গৰ্দ্দভের আকার প্রকার দেখিলে অত্যন্ত নির্ব্বোধ বোধ হয়; কিন্তু অন্যান্য পশুর ন্যায় ইহাকেও সুশিক্ষিত করা যাইতে পারে। ঘোটক মনুষ্যদিগের অত্যন্ত প্রিয়। লোকেরা অধিক মূল্য দিয়া ঘোটক ক্রয় করিয়া আনে তাহাকে উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য দেয়; উত্তম স্থানে রাখে; তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করে। আপনারাও কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সৰ্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু গৰ্দ্দভ বিনীতস্বভাব, উপকারী, লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করে, এবং অল্প মূল্যে ক্রীত হয়, তথাপি সকলে গৰ্দ্দভ জাতিকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহারা কেবল কৃষক ও অন্যান্য অপকৃষ্ট নিষ্ঠুর ব্যক্তিদ্বারা প্রতিপালিত, এবং বালকগণের ক্রীড়ার নিমিত্ত নিযোজিত হয়; তাহারা ইহাদিগকে অকারণে মুষ্টি প্রহার ও কশাঘাত করে। ইহাদিগের পৃষ্ঠে অসহ্য ভার চাপাইয়া দেয়, ও নানা প্রকার দুঃখ দেয়। ভারতবর্ষেও এই জন্তু কেবল রজকের গৃহে থাকে, ও বস্ত্রাদি বহন করে। যদি ঘোটক না থাকিত, তাহা হইলে এই জন্তু মানবদিগের অতিশয় প্রয়োজনার্হ হইত। এক্ষণেও লোকদিগের উপকার বিষয়ে গৰ্দ্দভ

ঘোটকের পরেই পরিগণিত হইয়া থাকে; তথাপি লোকেরা ইহাদিগকে হতাদর করে, এ অতি অন্যায় সন্দেহ নাই।

গর্দ্দভ জাতিকে কেহ যত্ন করে না, ও যথোচিত শিক্ষা দেয় না; এজন্যে ইহারা খর্ব্ব, দুর্ব্বল, ও অশিক্ষিত হই-তেছে। ক্রমে ক্রমে ইহাদিগের বংশ লোপ পাইতেছে। গো, মেষ, অশ্ব প্রভৃতি পশু সকল মনুষ্যের যত্নদ্বারা যেরূপ উন্নতি ও বৃদ্ধি পাইতেছে, গর্দ্দভ সেরূপ পাইতেছে না। বিশেষতঃ যদি গর্দ্দভের দুগ্ধ ঔষধে না লাগিত, তাহা হইলে এত দিন ইংলণ্ডে একটী গর্দ্দভও থাকিত না। অশ্ব-দিগকে যেরূপ শিক্ষা দেয়, যদি ইহাদিগকেও সেই রূপ শিক্ষা দিত, তাহা হইলে ইহারা এত দুরবস্থা গ্রস্ত হইয়া থাকিত না; কোন কোন বিষয়ে ঘোটকের সমান, কোন বিষয়ে বা ঘোটক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইত। গাদার আকার যেরূপ ক্ষুদ্র ও ঘোটকের যেরূপ বৃহৎ, তদনুসারে তুলনা করিয়া দেখিলে গর্দ্দভ ঘোটক অপেক্ষা বলবান্, এবং অধিক ভার বহিতে পারে। গাদা ঘোড়ার ন্যায় দৌড়িতে পারে না বটে, কিন্তু চলিতে চলিতে কখন ঘোড়ার ন্যায় চমকিয়া উঠে না। ইউরোপের সকল লোকের মধ্যে স্পেইন্ দেশীয় লোকেরা গর্দ্দভের গুণ বিশেষরূপে অবগত আছে। তাহারা উহাদিগের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। স্পেইন্ দেশের একটা গাদা পৌনে তিন হাত উচ্চ হইয়াছিল। রাজ্ঞী ইলিজেবেথের রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডে গর্দ্দভ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তথাকার সকল প্রদে-শেই পাওয়া যায়। সুইডেন্ দেশে গর্দ্দভ অতি বিরল।

মরূওয়ে দেশে, বোধ হয়, অদ্যাপি গৰ্দ্দভ যায় নাই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই গৰ্দ্দভ প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে অন্য অন্য দেশে ছড়িয়া পড়িয়াছে। গিনি দেশের গৰ্দ্দভ সকল তদ্দেশীয় ঘোটক অপেক্ষা বৃহৎ, ও দেখিতে সুন্দর। পারশ দেশে দুই প্রকার গৰ্দ্দভ জন্মে। তন্মধ্যে এক প্রকার আকারে স্থূল ও আস্তে আস্তে চলে, এজন্য তদ্দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে ভার বহন কার্য্যে নিযুক্ত করে; আর এক প্রকার গৰ্দ্দভের শরীর পরিষ্কৃত ও সুন্দর, এবং তাহারা বেগে গমন করিতে পারে। লোকেরা ঘোড়ার ন্যায় ঐ সকল গাদায় চড়িয়া যায়। এক বারে অধিক নিঃশ্বাস নির্গত হইবার নিমিত্ত পারশ দেশীয় লোকেরা গৰ্দ্দভের নাসিকাছিদ্র চিরিয়া প্রশস্ত করিয়া দেয়। এই রূপ গৰ্দ্দভ কখন কখন চারি পাঁচ শত টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়।

গৰ্দ্দভ ঘোটক অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। ঘোটকের যত প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা গৰ্দ্দভের তত নহে। এই জন্তুর চর্ম্ম শুষ্ক ও অতিশয় শক্ত, এজন্য অন্যান্য পশুর ন্যায় কীটদ্বারা আক্রান্ত হয় না। তিন চারি বৎসর বয়স হইলে গৰ্দ্দভ যৌবন প্রাপ্ত হয়, এবং চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ইহারা ঘোটক অপেক্ষা অল্প ক্ষণ নিদ্রা যায়, এবং শ্রান্ত না হইলে শয়ন করে না। গৰ্দ্দভী এগার মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক বারে একটীর অধিক শাবক প্রসব করে না। ঘোটকের ঔরসে ও গৰ্দ্দভীর উদরে অথবা গৰ্দ্দভের ঔরসে ও ঘোটকীর উদরে যে সন্তান জন্মে তাহাকে অশ্বতর কহিয়া থাকে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার অশ্বতর বৃহৎ, বলবান্, ও সুগঠন।

মিসর ও আরব দেশের গৰ্দ্দভ সকল বৃহৎ, ও দেখিতে অতি সুদৃশ্য। তাহারা এমন সুন্দর রূপ চলে যে স্পেইন্ দেশের গৰ্দ্দভ তেমন চলিতে পারে না। তাহারা দ্রুতবেগে গমন করে, অথচ পা টিপে টিপে যায়, এবং যাইবার সময় শরীর দোলে না। মিসর দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ি ধনবান্ মুসলমান ও সম্ভ্রান্ত স্ত্রীগণ পর্য্যন্তও গৰ্দ্দভে আ-রোহণ পূর্ব্বক গতায়াত করিয়া থাকেন। কিছু দিন হইল তথায় এই এক নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে, যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মা-বলম্বি লোকেরা, যে কোন উচ্চপদস্থ অথবা যত গুণবান্ হউন না কেন, রাজধানীতে উপস্থিত হইবার সময় কেবল গৰ্দ্দভে আরোহণ করিতে পাইবেন। সন্‌নিনি নামে এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, গৰ্দ্দভদিগকে জিন ও লাগাম দিয়া ভাড়া দিবার নিমিত্ত খাইরো নগরের রাজপথে রাখিয়া দেয়, এবং লণ্ডন নগরে ভাড়াটিয়া গাড়িদ্বারা যে যে কৰ্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাদিগের দ্বারাও তাহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যাহা-রা গাদা ভাড়া লয় তাহারা চড়িয়া যায়; আর যাহার গাদা সে পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াইয়া লইয়া যায়, এবং চীৎকার শব্দ করিয়া সম্মুখস্থিত লোকদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে কহে। সময়ে সময়ে ঐ সকল গৰ্দ্দভের গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া দেয়, সুতরাং সর্ব্বদা পরিস্কৃত ও চিক্কণ দেখায়। ঘোটক সকল যাহা আহার করে ইহারাও তাহাই খায়। ঘাস, যব, ও ছোট ছোট শিম প্রায় সর্ব্বদা খাইয়া থাকে। ডেনন্ সাহেব কহেন, খাইরো নগরের গৰ্দ্দভ সকল অত্যন্ত সুখে থাকে। তাহারা সুস্থশরীর, কৰ্ম্মক্ষম, প্রফুল্লচিত্ত, মৃদুপ্রকৃতি, এবং সকল জন্তু অপেক্ষা নিরুপদ্রবী।

গর্দ্দভের অবয়ব ঘোটকের অপেক্ষা দৃঢ় বলিয়া মুসলমান যাত্রিরা মক্কায় যাইবার সময় গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া যায়। নুবিয়া দেশীয় প্রধান প্রধান বণিকেরা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া মিসর দেশে গমন করেন। তথায় পৌঁছিতে প্রায় ষাট দিন পথে বিলম্ব হয়; গর্দ্দভেরা তথাপি ক্লান্ত হয় না। গর্দ্দভদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে হয় না; তাহাদিগের লাগাম জিনের আঙ্টায় জড়াইয়া রাখিলেই মস্তকে টান পায়, ও তাহাতেই তাহারা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার জলবাতাস গর্দ্দভ ও ঘোটকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বটে, তথাপি পূর্ব্বে আমেরিকায় গর্দ্দভ ও ঘোটক ছিল না। স্পেইন্ দেশীয় লোকেরা ইউরোপ হইতে যে সকল গাদা আমেরিকা ও তৎসন্নিহিত প্রধান প্রধান উপদ্বীপে প্রেরণ করে, এক্ষণে তাহাদিগের সন্তান সন্ততি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। উহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা বন্য ঘোটকের ন্যায় উহাদিগকেও ফাঁদ পাতিয়া ধরে।

অনেকে গর্দ্দভের মাংস খাইয়া থাকে। গৃহপালিত গর্দ্দভের মাংস অতিশয় শক্ত, খাইতেও ভাল লাগে না। গালেন সাহেব কহেন, ইহার মাংস আহার করিলে অনেক রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। গ্রীকেরা গর্দ্দভের দুগ্ধদ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিত, এক্ষণেও উহা কোন কোন ঔষধে লাগে। সুস্থশরীর, স্থূলাকার, ও অল্পবয়স্ক গর্দ্দভী যে অল্প দিন প্রসূত হইয়াছে, এবং প্রসূত হইয়া অবধি গর্দ্দভে আসক্ত হয় নাই, তাহার দুগ্ধই উত্তম। দুগ্ধের

প্রয়োজন হইলে ঐ রূপ গর্দ্দভীদিগকে শাবকহইতে বি-
ভিন্ন করিয়া রাখিতে হয়; এবং শুষ্ক ঘাস ও যব আহার
করাইতে হয়। এই সকল আহারদ্বারা গর্দ্দভীর যে দুগ্ধ
জন্মে উহা রোগের পক্ষে অতিশয় উপকারক। এই দুগ্ধ
শীতল হইলে অথবা বাতাসে থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়;
অতএব যাহাতে শীতল না হয় ও বাতাস না লাগে এরূপ
করিয়া রাখিতে হয়। পূর্ব্বতন লোকেরা কহিয়াছেন,
গর্দ্দভের রক্ত প্রভৃতিও অনেক ঔষধে লাগে, কিন্তু এক্ষণে
পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে সে কথা কোন কর্ম্মের নয়।

গর্দ্দভের চর্ম্ম অতি শক্ত। ঐ চর্ম্ম স্থিতিস্থাপক গুণ-
বিশিষ্ট, অর্থাৎ টানিলে বাড়ে, আবার ছাড়িয়া দিলে
সঙ্কুচিত হয়। উহা অনেক কর্ম্মে লাগে। পটহ, পাদুকা,
পার্চমেণ্ট্ প্রভৃতি গর্দ্দভের চর্ম্মদ্বারা প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর
পূর্ব্ব খণ্ডের লোকেরা যাহাকে সাগ্রী বলে, এবং ইংরাজেরা
যাহাকে সাগ্রীন্ কহে, তাহাও গর্দ্দভের চর্ম্মদ্বারা প্রস্তুত হয়।
গর্দ্দভের অস্থি অতিশয় শক্ত বলিয়া পূর্ব্বতন লোকেরা
উহাতে উত্তম উত্তম বাঁশী প্রস্তুত করিতেন।

গর্দ্দভের আকার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অধিক ভার বহন
করিতে পারে। ইহাদিগের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
করিতে তাদৃশ ব্যয় হয় না, এবং অধিক পরিশ্রম লাগে না।
কিন্তু ইহারা মনুষ্যের অনেক উপকার করিয়া থাকে।
গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া সুখে গতায়াত করিতে পারা যায়,
এবং যে দেশের মাটি কঠিন নহে তথায় ইহারা লাঙ্গল
বহে। এই জন্তুর বিষ্ঠায় উত্তম সার জন্মে।

বন্য গর্দ্দভ।

গৃহপালিত গর্দ্দভের অপেক্ষা বন্য গর্দ্দভের আকার বৃহৎ ও স্থূল। পা অতি সুগঠন। ইহারা গমন করিবার সময়ে মস্তক উন্নত করিয়া যায়। ইহাদিগের স্কন্ধদেশে কাল কাল অনেক লোম হয়; লাঙ্গূলের অগ্রভাগে বড় বড় ঘন ঘন রোম আছে; কর্ণ লম্বা ও উন্নত; অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় কপাল; রোম সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, মসৃণ, ও কোমল। গাত্র অনেক রেখায় অঙ্কিত ও সুদৃশ্য; মেরুদণ্ডে একটা কাল রেখা আছে; আর একটা শুক্লবর্ণ রেখা স্কন্ধদেশহইতে পঞ্জরের মধ্যস্থলে নামিয়া ঢেরার আকৃতির ন্যায় হইয়া আছে। এই জন্তুর দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, ও শ্রবণশক্তি অতি প্রবল। ইহারা স্বাধীন অবস্থায় থাকিতে অতিশয় ভাল বাসে।

বন্য গর্দ্দভ অতি বেগে দৌড়িতে পারে। মাঠে অথবা কোন প্রশস্ত স্থানে দৌড়িলে কেহ সঙ্গে যাইতে পারে না। শীকারী লোক পশ্চাৎ ধাবমান হইলে প্রথমতঃ কতক দূর দৌড়িয়া যায়, পরে যত ক্ষণ সে নিকটবর্ত্তী না হয় তাবৎ এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়িয়া থাকে। সে নিকটে গেলে আবার দৌড়িয়া যায়। বন্য গর্দ্দভ অতিশয় সতর্ক বটে, তথাপি মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হয়। মনুষ্যেরা ফাঁদ পাতিয়া ইহাদিগকে ধরে। কখন কখন সম্মুখে এবং পশ্চাদ্ভাগে তাড়া দিলে, যখন ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়, তখন ধরা পড়ে। ইহারা বনে একাকী থাকে না; চারি পাঁচটা গর্দ্দভী ও অনেক গর্দ্দভ একত্র হইয়া অবস্থিতি করে, এবং

তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান ও আর আর সকলে তাহার অধীন হইয়া থাকে। যখন ইহারা পর্ব্বতের কোন অরণ্যময় প্রদেশে চরিতে যায়, একটা গর্দ্দভ পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, এবং প্রহরির কার্য্য করে। শত্রু ব্যক্তিকে সমাগত দেখিলে সে সঙ্কেত করিয়া সকলকে জানায়। ইহারা নির্জ্জন বনে, শস্য বিহীন অরণ্যে, লবণাক্ত জলময় স্থানে, এবং পর্ব্বতে, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করে, কিন্তু ঐ সকল স্থানে অতি অল্প খাদ্য দ্রব্য পায়।

গর্দ্দভ মনুষ্যের অনেক উপকার করে। ১৭৬৩ খ্রীষ্ট অব্দে কোল্‌চেষ্টর্‌ নগরে ডাকের গাড়োয়ানের একটী গর্দ্দভ ছিল। গর্দ্দভ চিঠীর পুলিন্দা সমেত ঐ ব্যক্তিকে পৃষ্ঠে করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইত। ঐ নগর রাজধানীহইতে প্রায় পাঁচিশ ক্রোশ অন্তর। গর্দ্দভ দুই বৎসর কাল এই কর্ম্ম করিয়াছিল। ঐ গর্দ্দভের এমত চলৎশক্তি যে এক দিন বার ঘণ্টায় পঞ্চাশ ক্রোশ পথ দৌড়িয়াছিল।

গর্দ্দভ সকল আল্‌পস্‌ নামক পর্ব্বতহইতে যেরূপে নামিয়া আইসে তাহা দেখিলে অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। ঐ পর্ব্বতে উঠিবার ও নামিবার যে পথ আছে তাহা অতি ভয়ঙ্কর। উহার এক দিক্‌ অতি উচ্চ ও অপর দিক্‌ অতিশয় গভীর। তাহাও আবার বক্র ও অত্যন্ত উন্নতাবনত। ফলতঃ সে পথ অতি দুর্গম। গর্দ্দভ ব্যতিরিক্ত আর কেহ সে পথ দিয়া গতায়াত করিতে পারে না। গর্দ্দভেরা ঐ

পথ দিয়া আসিতে আসিতে যখন দেখে যে নীচে নামিতে হইবে, তখন ক্ষণ কাল স্থির হইয়া দাঁড়ায়, এবং ভাবিতে থাকে, কিরূপে ঐ পথ দিয়া নামিবেক, ও কোন্ পথহইতে কোন্ পথে যাইবেক। সে সময়ে আরোহী আঘাত করিলেও নড়ে না, কেবল সেই গভীর গর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে থাকে, এবং ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া চীৎকার শব্দ করে। পরে যখন ঐ পথ দিয়া নামিতে আরম্ভ করে, তখন সম্মুখের পা এরূপে ফেলে যে বোধ হয় যেন দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; এবং পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয় জড় করিয়া আনিয়া সম্মুখের পাদদ্বয় কিঞ্চিৎ প্রসারিত করে, তাহাতে বোধ হয় যেন শয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। পাদচতুষ্টয় এই রূপে সংস্থাপিত করিয়া এক বার নীচে দৃষ্টি পাত করে, এবং তৎক্ষণাৎ উল্কাপাতের ন্যায় অতি বেগে নামিতে থাকে। সে সময় লাগাম ধরিয়া টানিলে গর্দ্দভের গতি প্রতিরোধ হয়, এবং গর্দ্দভ ও আরোহী ব্যক্তি উভয়ই পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে; এজন্য আরোহী ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া টানে না, কেবল জিনের সহিত আপন কটিদেশ বাঁধিয়া রাখে। গর্দ্দভ যখন নীচে নামিতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন সে স্ববশ নহে। কিন্তু এমত বুদ্ধি পূর্ব্বক ঐ সকল বক্র ও অবনত পথ দিয়া নামে, যে বোধ হয়, যে পথ দিয়া নামিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

ডি উইল্সন্ সাহেব ইপস্বিচ্ নগরে বস্ত্রের ব্যবসা করিতেন। তাঁহার একটী গর্দ্দভ ছিল। তিনি বাজি

রাখিয়াছিলেন, যে আমি এক হালকি গাড়িতে এই গৰ্দ্দভ যোজনা করিয়া ইপ্‌স্বিচ্‌হইতে লণ্ডন নগরে গিয়া দুই দিনে পুনৰ্ব্বার ফিরিয়া আসিতে পারি। ইপ্‌স্বিচ্‌হইতে লণ্ডন নগর সত্তর ক্রোশ অন্তর, তথাপি তিনি এই বাজিতে জিতিয়াছিলেন। গৰ্দ্দভ লণ্ডন নগরে যাইবার সময় পথি-মধ্যে শ্রান্তি দূর করিবার যে সকল নির্দ্ধারিত স্থান ছিল, তথায় শ্রান্তি দূর করিয়া লণ্ডন নগরে পৌঁছে; এবং প্রত্যা-গমন কালেও তাহাকে কশাঘাত করিতে হয় নাই, সে আপনিই প্রতিজ্ঞাত সময়ের মধ্যে ইপ্‌স্বিচ্‌ নগরে আসিয়া পৌঁছিল। সে এক এক ঘণ্টায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ দৌড়িয়াছিল। গৰ্দ্দভটা আড়াই হাতের অধিক উচ্চ ছিল না, এবং ইংলণ্ড ও স্পেইন এই উভয় দেশীয় গৰ্দ্দভ গৰ্দ্দভী দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৭৯৪ খ্রীষ্ট অব্দে লোলৌটন্‌ নামক প্রদেশে একটা গৰ্দ্দভ ষাঁড়ের সহিত দৌড়িয়া ছিল। পরিশেষে ষাঁড় জয়ী হইল বটে, কিন্তু গৰ্দ্দভ অনেক ক্ষণ পৰ্য্যন্ত ষাঁড়ের সঙ্গে সমান দৌড়িয়াছিল।

গৰ্দ্দভ মেধাবী ও বুদ্ধিমান্‌। ১৮১৬ খ্রীষ্ট অব্দের মার্চ মাসে কাপ্তেন্‌ ডণ্ডাস্‌ সাহেব মাল্‌টা উপদ্বীপে ছি-লেন। তাঁহার ক্রীত একটা গৰ্দ্দভ জিব্রাল্‌টর উপদ্বীপে কাপ্তেন ফরেষ্ট সাহেবের নিকটে ছিল। ফরেষ্ট সাহেব ইষ্টর নামক জাহাজে ঐ গৰ্দ্দভকে লইয়া জিব্রাল্‌টর-হইতে মাল্‌টা উপদ্বীপে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে জা-

হাজখান বালুকার চড়ায় ঠেকিল, যে স্থানে ঠেকিল তথা-হইতে তীর কিঞ্চিৎ অন্তর। সাঁতার দিয়া তীরে উঠিতে পারে কি না দেখিবার নিমিত্ত জাহাজের লোকেরা গর্দ্দভকে জলে ফেলিয়া দিল। যে সময়ে ফেলিয়া দিল তৎকালে সমুদ্রে এমত তরঙ্গ উঠিতেছিল যে একখান নৌকা জাহাজ ছাড়িয়া যাইতে যাইতে ডুবিয়া গেল। ঐ গর্দ্দভ প্রথমে যে ব্যক্তির ছিল কিছু দিন পরে তাহারই অশ্বশালায় গিয়া উপস্থিত হইল। সে গর্দ্দভকে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কাপ্তেন ডণ্ডাস্ সাহেবকে এই গর্দ্দভ বিক্রয় করিয়াছিলাম, এবং ইষ্টর নামক জাহাজে করিয়া ইহাকে তথায় লইয়া যাইবার কল্পনা ছিল, এক্ষণে কি রূপে এখানে আসিল? বোধ হয় ইহাকে ঐ জাহাজে করিয়া লইয়া যায় নাই, তখন ইহাই স্থির করিল। কিছু কাল পরে ইষ্টর জাহাজ সারাইবার নিমিত্ত পথহইতে পুনর্ব্বার জিব্রাল্টর উপদ্বীপে ফিরিয়া আসিলে শুনিল ঐ গর্দ্দভকে জাহাজহইতে জলে ফেলিয়া দেয়। যে স্থানে গর্দ্দভকে ফেলিয়া দেয় তথাহইতে তাহার বাটী এক শত ক্রোশেরও অধিক দূর, এবং তাহার মধ্যে নানা পর্ব্বত ও বন ছিল, মধ্যে মধ্যে নদীও ছিল। গর্দ্দভ পূর্ব্বে এ পথ কখন জানিত না, তথাপি সে বুদ্ধি কৌশলে ঐ পথ দিয়া আসিয়াছিল, এবং শীঘ্র আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় তাহার পথের ভ্রম হয় নাই।

যোহন্ লিও সাহেব স্বরচিত এক গ্রন্থে গর্দ্দভের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, যদি উহা যথার্থ হয়, তাহা হইলে লোকেরা

গৰ্দ্দভদিগকে যে নির্ব্বোধ পশু বলিয়া গণনা করিয়া থাকে তাহা কেবল অবজ্ঞামূলক সন্দেহ নাই। লিও সাহেব কহেন, খাইরো নগরে একটা গৰ্দ্দভ ছিল। সে নৃত্য ও নানা কৌতুক করিত। ঐ গৰ্দ্দভকে এরূপ শিখাইয়াছিল যে "সুল্তান রাজা এক বাটী নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্য চূণ সুরকী ও প্রস্থর আনিতে গৰ্দ্দভদিগকে নিযুক্ত করিবেন," এই কথা শুনিবামাত্র অমনি ঊৰ্দ্ধপাদ ও মুদ্রিতনেত্র হইয়া মৃত গৰ্দ্দভের ন্যায় ভূতলে পড়িত। "সুল্তান রাজার আজ্ঞানুসারে গৰ্দ্দভে আরোহণ করিয়া কল্য সকলে জয় মহোৎসব দেখিতে যাইবেন, এবং গৰ্দ্দভদিগকে উত্তম উত্তম শস্য খাইতে দিবেন, ও নীল নদের জল পান করাইবেন," এই কথা শুনিলে অমনি উঠিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিত। যদি সেই গৰ্দ্দভের সম্মুখে এমত কহা যাইত "যে অমুক কুৎসিত স্ত্রীকে বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে," তাহা হইলে সে অমনি মস্তক ও কর্ণ নত করিয়া খঞ্জের ন্যায় গমন করিত। অনেক স্ত্রীলোক একত্র হইলে যদি তাহাকে কহা যাইত যে "ই-হার মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে দেখাইয়া দেও," তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ এক সুন্দরী স্ত্রীর নিকটে গিয়া মস্তক-দ্বারা তাহার গাত্র স্পর্শ করিত। ইহা দেখিয়া সকলেই অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইতেন।

গৰ্দ্দভের সাহস আছে। ১৮২৫ খ্রীষ্ট অব্দের আগষ্ট মাসে স্বালওয়েল নগরের কোন ব্যক্তি এক গৰ্দ্দভকে আ-ক্রমণ করিবার নিমিত্ত আপনার কুকুরকে সঙ্কেত করিলে কুকুর তাহার নিকটবৰ্ত্তী হইল। কিন্তু গৰ্দ্দভ কুকুরকে

পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বারা এমন আঘাত করিতে লাগিল যে কুকুর শীঘ্রই পরাজিত হইল। পরে গর্দ্দভটা কুকুরকে দন্তদ্বারা ধরিয়া ডর্বেণ্ট নামক নদীতীরে টানিয়া আনিয়া তাহার মস্তক জলে ডুবাইয়া দিল, এবং যে পর্য্যন্ত কুকুরের প্রাণ বিয়োগ না হইল, তাবৎ গর্দ্দভ কুকুরের মস্তকে চড়িয়া রহিল।

চার্টে নগরে এক গর্দ্দভ ছিল। সে গান বাদ্য শুনিতে অতিশয় ভাল বাসিত। চার্টো ডনার্বিল নামক স্থানের অধ্যক্ষ এক বিবি মধুর স্বরে গান করিতে পারিতেন। তিনি গান করিতে আরম্ভ করিলে ঐ গর্দ্দভ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার গৃহের গবাক্ষ দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া গান শুনিত। একদা বিবি অতি মধুর স্বরে গান করিতে-ছিলেন, গর্দ্দভ তাহা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আ-হ্লাদিত হইল; এবং বিবি যে গৃহে গান করিতেছিলেন, সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। পরে গান বাদ্যাদির ভঙ্গ দেখিয়া তাল পূর্ণ করিবার আশয়ে আপনি চীৎকার করিতে লাগিল।

গর্দ্দভ মনুষ্যের অতিশয় বশীভূত। লণ্ডন নগরে কোন বৃদ্ধ মনুষ্যের একটী গর্দ্দভ ছিল। ঐ ব্যক্তি ফল, মূল, শাক প্রভৃতি ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে দিত, এবং ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত লোকদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত। সে গর্দ্দভকে অতিশয় ভাল বাসিত, এবং সর্ব্বদা শুষ্ক ঘাস, শাক, সব্জি, ও কুদী খাইতে দিত,

কখন প্রহার করিত না। ঐ ব্যক্তি গৰ্দ্দভের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিত, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কোন ব্যক্তি একদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, গৰ্দ্দভটা কি কখন আপনার অবাধ্য হয় না? বৃদ্ধ উত্তর করিল, কি রূপে ইহাকে অবাধ্য বলিব? ইহাকে যাহা যাহা শিখাইয়াছি সকলই করিয়া থাকে; যেখানে লইয়া যাই সেই খানেই যায়; ইহাদ্বারা আমার অনেক উপকার হয়, তবে কি নিমিত্ত ইহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিব? এই গৰ্দ্দভ একদা স্বীয় চঞ্চল স্বভাবতা প্রযুক্ত পলায়ন করিয়াছিল, এবং পঞ্চাশ জন লোক ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়াছিল, তথাপি ধরিতে পারে নাই। কিঞ্চিৎ কাল পরে আপনিই দ্রুতবেগে আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিল, এবং মস্তক নত করিয়া আমার ক্রোড়ে রাখিল।

কুকুর।

কুক্কুরের মুখের সম্মুখে উপরে ছয়টা ও নীচে ছয়টা দন্ত আছে। পার্শ্বের দন্ত সকল লম্বা লম্বা ও বিরল, এবং কয়েকটা বক্র দন্ত ও ছয় সাতটা চর্ব্বণের দন্ত আছে।

কুকুর স্বভাবতঃ মাংসভোজী। ইহাদিগের পাকস্থলীতে অস্থি পর্য্যন্ত জীর্ণ হয়। শরীরে কখন ঘর্ম্ম নির্গত হয় না। যখন অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হয়, তখন ইহারা জিহ্বা বহির্গত করে। কেহ অনিষ্ট করিলে স্মরণ করিয়া রাখে। উন্মত্ত হইয়া যাহাদিগকে দংশন করে তাহারা জল দেখিলে অতিশয় ভীত হয়। কুকুরের শ্রবণশক্তি অতি প্রবল। ইহারা যখন নিদ্রা যায় তখন দেখিলে বোধ হয় যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। কুক্কুরী তেষট্টি দিবস গর্ভ ধারণ করিয়া এক বারে চারিটী অবধি আটটী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করে। কোন আগন্তুক কুকুর দেখিলে ইহারা শব্দ করিয়া উঠে। সম্মুখে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া ধরে। বাদ্যধ্বনি শুনিলে গভীর শব্দ করিতে থাকে। যে স্থানে শয়ন করে অগ্রে

তাহা প্রদক্ষিণ করে। আপন প্রতিপালককে নিকটে আসিতে দেখিলে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়, ও লম্ফ ঝম্প করিয়া থাকে। যদি কেহ প্রতিপালককে আক্রমণ করে, তাহা ইহারা সহ্য করে না, আক্রমণকারির প্রত্যপকারের চেষ্টা পায়। যখন প্রতিপালক কোন স্থানে গমন করেন, তখন কুকুর তাঁহার অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া যায়। যাইতে যাইতে যেখানে দুই তিন পথ দেখে, তথায় কোন্ পথে তিনি যাইবেন জানিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান থাকে। কুকুর অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা করে। প্রতিপালকের অজ্ঞাতসারে যদি কখন কোন বস্তু খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ভীত হয়, এবং পশ্চাদ্‌ভাগের পাদদ্বয়ের মধ্যে আপন লাঙ্গূল লুকাইতে থাকে।

সকল পশু অপেক্ষা কুকুর অধিক বুদ্ধিজীবী ও মনুষ্যের উপকারক। কুকুরের বল, বুদ্ধি, সত্বরতা, চতুরতা, শরীরসৌষ্ঠব, এবং নম্রতা গুণ আছে। এই নিমিত্ত লোকে কুকুরকে অতিশয় ভাল বাসে। বহু কালাবধি লোকালয়ে মনুষ্য সংসর্গে বাস করাতে কুকুরের স্বভাব বন্য পশুর স্বভাবের ন্যায় অপকৃষ্ট নয়। এই জন্তু মনুষ্যদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। কুকুর প্রতিপালকের কেবল বশীভূত হয় এমত নহে, কিন্তু প্রতিপালক যখন যে অবস্থায় থাকেন, ইহারাও সেই অবস্থায় থাকিয়া প্রতিপালকের সুখ দুঃখের ভাগী হয়। প্রতিপালকের কোন অনিষ্ট ঘটিলে কুকুর অতি বিষণ্ণ ও দুঃখিত হয়। প্রতিপালকের যখন কোন কর্ম্ম না থাকে, কুকুর তখন তাঁহার নিকটে থাকে; এবং তিনি

যখন আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করেন, কুকুর নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকদ্বারা তাঁহাকে আরও আনন্দিত করে। কুকুর আপন প্রভুর বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, ও বাটীর চৌকী দেয়। অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। শিক্ষা দিলে কুকুর অনায়াসে শিখিতে পারে। ইহাদিগের এরূপ স্বভাব যে শীঘ্রই মনুষ্যের বশীভূত হয়। অন্যান্য স্বভাবের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু ঐ স্বভাব কখন যায় না। কুকুরের আকৃতি জনকের আকৃতির ন্যায়, এবং কুক্কুরীর আকৃতি জননীর আকৃতির ন্যায় হয়।

প্রাচীন মহাদ্বীপে বন্য কুক্কুর এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপের লোকেরা আমেরিকায় যে সকল কুকুর সঙ্গে করিয়া লইয়া যান তাহাদিগের সন্তান সন্ততি এক্ষণে তথাকার বনে থাকিয়া বন্য হইয়াছে। বন্য কুকুরের কিরূপ স্বভাব তাহা উহাদিগকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়। উহারা দলবদ্ধ হইয়া শীকার করে। যাহাকে পরাভব করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে আক্রমণ করে না। উহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া প্রতিপালন করিলে অনায়াসে পোষ মানে। পোষ মানিলে গ্রাম্য কুকুরের সহিত আর কোন বিভিন্নতা থাকে না।

কুকুরের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহাদের জাতি প্রভেদ ও বিশেষ বিবরণ লেখা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে সকল জাতীয় কুক্কুরের মূল এক জাতীয় কুক্কুর। ঐ জাতীয় কুক্কুর রাখালদিগের সঙ্গে থাকে ও অতিশয় সাহায্য করে বলিয়া ইংরাজি

ভাষায় তাহাদিগকে সেপর্ডস্ ডগ, অর্থাৎ রাখালের কুকুর কহে। ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলির পশ্চাদ্ভাগের পায়ে একটা ও কতক গুলির দুইটা অঙ্গুলি অধিক থাকে। উহা কোন কর্ম্মে লাগে না, কেবল মাংসপিণ্ডের ন্যায় ঝুলিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় প্রভুভক্ত; মেষ সকল দলবদ্ধ হইয়া মাঠে চরে, ইহারা সাবধানতা ও সতর্কতা পূর্ব্বক তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

ব্রিটিস্ উপদ্বীপে মেষ প্রভৃতির পাল চরাইবার নিমিত্ত অনেকানেক নির্দ্ধারিত প্রশস্ত মাঠ আছে। তথায় যত দূর দৃষ্টিগোচর হয়, ক্রমিক মেষের পাল চরিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মেষের রক্ষক এক এক রাখাল ও তাহার সহিত এক এক এই জাতীয় কুকুর থাকে। রাখাল যেরূপ পরিশ্রম করিয়া মেষের রক্ষণাবেক্ষণ করে কুকুরও তদ্রূপ পরিশ্রম করিয়া থাকে। রাখাল কুকুরকে যাহা কহে কুকুর তাহাই করে। কুকুর আপন পালহইতে কোন মেষকে অন্যত্র যাইতে দেয় না। রীতিমত সকলকে একত্র করিয়া রাখে। মেষদিগকে মাঠের এক দিক্হইতে অন্য দিকে লইয়া যায়। লইয়া যাইবার সময় অন্য পালের মেষদিগকে আপন পালের মধ্যে আসিতে দেয় না। যদি আপন পালের কোন মেষকে পালের সহিত আসিতে না দেখে, তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে যায়, এবং কোন অনিষ্ট না করিয়া কেবল ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে পুনর্ব্বার পালের মধ্যে আনয়ন করে।

কুকুর মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারক। সুইট্জরলাণ্ড ও

লেবয় এই উভয় দেশের মধ্যে আল্‌পস্‌ নামক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে উঠিবার নিমিত্ত যে নির্দ্ধারিত পথ আছে উহা অতি ভয়ঙ্কর। ঐ পথের প্রান্তে সেণ্ট-বর্ণার্ড নামক আর এক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতের শিখর দেশে এক আশ্রম আছে। তথায় যাইতে হইলে ঝড় বৃষ্টিতে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। যে দিনে কিছু-মাত্র মেঘ থাকে না, ঝড় বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকে না, সে দিনেও তথায় হঠাৎ এমত ঝড় উপস্থিত হয়, যে পর্ব্বতহইতে বরফের বৃহৎ চাপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গাছ পাতর সমেত গুহার মধ্যে ভাসিয়া যায়। ঝড়ের সময়ে যদি কোন পথিক ঐ আশ্রমের নিকটে যায়, তাহা হইলে তথাকার দয়াশীল যাজকেরা তাহাকে দে-খিবামাত্র আহ্বান পূর্ব্বক অতিথি করেন। ঐ সকল যাজকেরা কর অতি অল্প পান বটে, তথাপি দয়ালু স্বভাবতা প্রযুক্ত বিপদাপন্ন লোকদিগকে আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কিম্বা পথভ্রান্ত হইয়া অথবা অন্ধকারের আগমনে ভীত হইয়া, যে কোন পথিক তাঁহাদিগের আশ্রমে উপস্থিত হয়, সকলকেই তাঁহারা আশ্রয় দেন, উত্তমরূপ আহার করান, ও প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এমত ধর্ম্মাত্মা ও দয়াশীল যে ঝড়ের সময় কাহারও প্রাণ বিনাশের উপক্রম দেখিলে তৎক্ষণাৎ আপনারা বহির্গত হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া আশ্রয় দেন। তাঁহাদিগের আশ্রমে কতকগুলি কুকুর থাকে। উহারা ঐ সকল কর্ম্মে

তাঁহাদিগের অতিশয় সাহায্য করে, ও অসাধারণ বুদ্ধি-দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত পথিকদিগের প্রাণ রক্ষা করে।

পথিক সকল সেণ্ট বর্ণার্ড পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে শীতে অতিশয় অবসন্ন হইয়া ভ্রম প্রযুক্ত পথ হারায়, পরে পথের অন্বেষণ করিতে করিতে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়, এবং কুজ্‌ঝটিকা গাত্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অবশ করে। সুতরাং তাহাদিগের নিদ্রাকর্ষণ হইতে থাকে, এবং ভূমিতে পড়িয়া নিদ্রা যায়। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের শরীর বরফে চাপা পড়িতে থাকে। দশ বিশ হাত বরফের নীচে চাপা পড়িলেও কুকুর ঘ্রাণ শক্তিদ্বারা তাহা টের পায়; বুদ্ধি পূর্ব্বক ঐ স্থান পাদ-দ্বারা আঁচড়ায়, এবং গভীর শব্দে ডাকিতে থাকে। কুকুরের শব্দ শুনিলে আশ্রমের লোকেরা তথায় আইসে, ও বরফহইতে মনুষ্যকে তুলিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা পায়। কেবল কুকুরের বুদ্ধি কৌশলে তথায় অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে।

সকল পশু অপেক্ষা কুক্কুর জাতি অধিক বুদ্ধিজীবী। প্লুটার্ক কহিয়াছেন যে আমি রোম নগরে মার্শেল নৃত্যাগারে এক কুকুর দেখিয়াছিলাম। ঐ কুকুর রোমের অধীশ্বর বেস্‌পাসিয়ানের সম্মুখে নানা প্রকার অদ্ভুত কৌতুক দেখাইয়াছিল। বিষ পান করিলে শরীর যে রূপ অবসন্ন হয়, সে একখান রুটী ভক্ষণ করিয়া সেই রূপ ছল করিয়া প্রথমতঃ কাঁপিতে লাগিল, পরে মৃত কুকুরের ন্যায় ভূতলে পড়িল। লোকেরা তাহাকে টানিতে লাগিল, তথাপি নড়িল চড়িল না, অচেতনপ্রায় হইয়া রহিল।

পরে উঠিবার নির্দ্ধারিত সময়ে যেমন ঘোরতর নিদ্রাভঙ্গের পর জাগিয়া উঠে, সেই রূপ উঠিয়া মস্তক উন্নত করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সমাগত দর্শকেরা এই কৌতুক দেখিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

কুকুরের এমত বুদ্ধি যে তাহারা মনে মনে দিন গণনা করিয়া রাখিতে পারে। সৌদ সাহেব কহিয়াছেন যে, আমার পিতামহের একটী কুকুর ছিল। সে শনিবারের দিন কোন কসাইখানায় যাইলে মাংস খাইতে পাইত, তন্নিমিত্ত সে ঐ দিন কদাচ বিস্মৃত হইত না। প্রতি শনিবারে তথায় গিয়া উপস্থিত হইত।

স্মেলি সাহেব লিখিয়াছেন যে এডিন্‌বরা নগরে এক ব্যবসায়ি লোকের একটী কুকুর ছিল। এক মিঠাইওয়ালা পথে পথে ঘণ্টা বাজাইয়া মিঠাই বিক্রয় করিত। সে একদা ঐ কুকুরকে একটী মিঠাই খাইতে দিয়াছিল। কুকুর পর দিন মিঠাইওয়ালার ঘণ্টাধ্বনি শুনিবামাত্র দৌড়িয়া তাহার নিকটে গেল, এবং মিঠাই খাইবার আশয়ে তাহার বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিল। ঐ ব্যক্তি কুকুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে একটী পয়সা দেখাইল, ও আপন প্রভুর নিকটহইতে পয়সা আনিবার সঙ্কেত করিল। প্রভু দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কুকুরের এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন, কুকুর দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে গেল, ও অঙ্গভঙ্গিদ্বারা পয়সা চাহিল। প্রভু পয়সা দিবামাত্র উহা মুখে করিয়া মিঠাইওয়ালাকে আনিয়া দিল

ও মিঠাই খাইল। কুকুরটা অনেক দিন পর্য্যন্ত এই রূপ করিয়াছিল।

লার্ড ফাইফ্ সাহেবের এক জন ভৃত্যের একটী কুকুর ছিল। ঐ কুকুর সাহেবের অশ্বশালাতেই প্রায় থাকিত। সাহেবের গাড়োয়ানের সহিত এক ব্যক্তির আলাপ ছিল। সে কখন কখন ঐ অশ্বশালায় আসিত। একদা সে অশ্বশালায় আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ও কোন কোন সাজ চুরি করিয়া আপনার বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কুকুর তাহা দেখিতে পাইয়া শব্দ করিতে লাগিল, তাহার পায়ে দংশন করিল, এবং কোন প্রকারে তাহাকে তথাহইতে যাইতে দিল না। ভৃত্যেরা কুকুরের এই ব্যাপার দেখিয়া প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না, যেহেতু ঐ কুকুর ইহার পূর্ব্বে আর কখন সে রূপ করে নাই। পরে যখন তাহারা ঐ ব্যক্তির বস্ত্রের মধ্যে লাগামের অগ্রভাগ দেখিতে পাইল, তখন বুঝিতে পারিল কুকুর ইহার জন্যই এই রূপ করিতেছে। ঐ ব্যক্তি যে সকল দ্রব্য চুরি করিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া দিলে পর কুকুর অশ্বশালাহইতে চলিয়া গেল, তৎপরে ঐ ব্যক্তিও তথাহইতে প্রস্থান করিল।

পোর্টসমোথ নামক নগরে এক জন কর্ম্মকারকের একটী বড় কুকুর ছিল। তাহাকে ট্রুস্টি বলিয়া ডাকিত। কর্ম্মকারের স্ত্রী কর্ম্মকারের জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া এক ক্ষুদ্র চুবড়িতে রাখিত, এবং কর্ম্মকারের

নিকটে লইয়া যাইতে আদেশ করিলে ঐ কুকুর চুবড়ির কড়া মুখে ধরিয়া লইয়া যাইত। কর্ম্মকার যে স্থানে থাকিত, সে স্থান তথাহইতে আধ ক্রোশ দূর, তথাপি কুকুর প্রত্যহ ঐ রূপে তাহার খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইত; পথে প্রায় বিলম্ব করিত না। যাইতে যাইতে ক্লান্ত হইলে চুবড়ি মুখহইতে নামাইয়া শ্রান্তি দূর করিত, তখন কাহাকেও নিকটে আসিতে দিত না। শ্রান্তি দূর হইলে পুনর্ব্বার উহা মুখে করিয়া কর্ম্মকার যে বাটীতে থাকিত সেই বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত। যত ক্ষণ দ্বার না খুলিত, তত ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত। দ্বার খুলিলে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া লাঙ্গূল সঞ্চালন করিতে করিতে দৌড়িয়া প্রভুর নিকটে গিয়া খাদ্য দ্রব্য দিত। কর্ম্মকার অতিশয় আনন্দিত হইয়া আপনি আহার করিত, ও কুকুরকেও কিছু কিছু দিত। পরে কুকুর খালি চুবড়ি লইয়া পুনর্ব্বার বাটী আসিত। লোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল।

কুইবেক নগরের শাসনকর্ত্তা মরে নামক কোন ব্যক্তি যৎকালে প্রাণত্যাগ করেন, তাহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে একদা তিনি হেষ্টিংস নগরের নিকটে বোপোর্ট নামক স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত একটা কুকুর ছিল। তিনি সে সময়ে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ ভূতলে পতিত হইলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। কুকুর তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া তাঁহার

বাটীতে গেল, ও চীৎকার ধ্বনি পূর্ব্বক ভৃত্যাদিগের বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিল। যখন দেখিল কেহই মনোযোগ করিল না, তখন এদিক্ ওদিক্ দৌড়িতে দৌড়িতে পথি-মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহার বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আপন প্রভুর নিকটে আনিল।

এক দোকানির একটী কুকুর ছিল। সে পথে পথে দৌড়িয়া বেড়াইত। যখন ইচ্ছা হইত তখন বাটীতে আসিত। রবিবারের দিন প্রায় দোকানির বাটীর দ্বার রুদ্ধ থাকিত। কুকুরটা সে সময়ে দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগের পায়ে শরীরের ভার রাখিয়া সম্মু-খের পা উন্নত করিয়া মুখ দিয়া দ্বারের কড়া বাজাইত। বাটীর লোকেরা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে বাটীতে প্রবেশ করিত।

এবন নদীর তীরে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার একটী কুকুর ছিল। ঐ কুকুরকে সে এমত শিখাইয়াছিল, যে তাহার যে সকল দ্রব্যের আবশ্যকতা হইত, তাহার এক ফর্দ্দ করিয়া কুকুরকে দিত। কুকুর উহা মুখে করিয়া এক দোকানির দোকানে যাইত, এবং ঐ সকল দ্রব্য আনিত।

কুকুর ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে পারে। পল্লীগ্রামের কোন বাটীতে একটা কুকুর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ ছিল। বাটীর লোকেরা তথাহইতে স্থানান্তরে গিয়াছিল। যাই-

বার সময় ভ্রম ক্রমে ঐ কুকুরকে লইয়া যায় নাই। কুকুরের নিকটে একটা পশমের লেপ ছিল। সে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ঐ লেপের পশম খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া বাঁচিয়াছিল। এই রূপ আর একটা কুকুর ছত্রিশ দিন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়াও বাঁচিয়াছিল।